শ্রীশ্রীহরি।

শরণং।

—০০—

হংস বিলাস পাঁচালি।

অর্থাৎ

বিবিধ প্রকার রহাস্য কৌতুক সংগ্রহ
করিয়া

—০০—

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সরকার মহাশয়েন
বিরচিত মিদং

কলিকাতা

শ্রীগুরুচরণ ধরের।

কমলাসন যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

এই পাঁচালি যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি
মোকাম পাহাড়পুরেরবিদ্যালয়ে কিম্বা উক্ত
যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

সন ১২৬১সাল তারিখ ২৬ অগ্রহায়ণ।

সূচীপত্র।

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক

সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

শরণং।

সর্ব্বদেব বন্দনা।

বন্দ দেব নারায়ণ দেবের প্রধান। দুর্জ্জন দমন কারী প্রভু ভগবান ॥ যাঁর নাম লয়ে জীব তরে ভব বারি। যুগে যুগে যাঁর লীলা বর্ণিতে না পারি ॥ অসংখ্যা যাঁহার সংখ্যা সংখ্যা নাহি হয়। সৃজন সংহার কর্ত্তা পালন প্রলয় ॥ সর্ব্বদেব ময় হরি দেবের দেবতা। জীব দেহ হন যেঁহ হয়ে পঞ্চ ভূতা ॥ গর্ব্ভে বাস নহে বাস যে নাম লইলে। সর্ব্বদেব হন তুষ্ট যাঁহারে পূজিলে ॥ তাঁহার শ্রীপদ বন্দ ধরণী লোটায়ে। বৈষ্ণবের পদরজ মস্তকে লইয়ে ॥ হর গৌরী প্রণমহ বৈষ্ণব বৈষ্ণবী। দেব গজানন বন্দ মহা ঘোর রবি ॥ যতেক দেবতা বন্দ যুড়ি দুই পাণি। ভক্তি পঙ্কজে বন্দ দেবী তরঙ্গিণী ॥ সর্ব্ব তীর্থ ময় গঙ্গা বলে মুনি লোকে। প্রভাতে উঠিয়া যেবা গঙ্গা বলে ডাকে ॥ সর্ব্ব দুঃখ হরে তার ব্যাসের বচন। দর-শনে শুভ গতি পাপ বিমোচন ॥ পরশনে দেহ মুক্ত বৈকুণ্ঠে গমন। স্নানেতে অসংখ্যা পুণ্য না যায় বর্ণন

হেন গঙ্গা স্নান যেবা করয়ে হরিষে। সর্ব্ব তীর্থ ফল সেই পায় গৃহে বসে॥ স্নান না করিতে পারে ডাকে গঙ্গা বলি। ঈশ্বর চন্দ্র মাগে তার শ্রীপদের ধূলী॥

গুরু বন্দনা।

গঙ্গার মাহাত্ম্য আমি কি বলিতে জানি। যার পদ মস্তকে ধরেন শূলপাণি॥ বন্দ দেবী সরস্বতীর যুগল চরণ। যাহা হইতে ঈশ্বরের সির্দ্ধ প্রয়োজন॥ বৃন্দাবন আদি বন্দ কোটি তীর্থ ধাম। দেব ঋষি গণ বন্দ বৈরাগ্য আশ্রম॥ মাতা পিতা আদি বন্দ পূর্ণ করি আশ। দিক্ষা গুরু কৃষ্ণমোহন যৌ গ্রামে বাস॥ শিক্ষা গুরু রাধাচরণ দাস বৈরাগা। বৈষ্ণবের চূড়ামণি কৃষ্ণভক্ত যোগ্য॥ তাঁহার চরণ বন্দ ভক্তি করি শেষ; কৃপা করি দিলেন যিনি বিদ্যা উপদেশ॥ বন্দহ অভয় চন্দ্র দেব চক্রবর্ত্তি। যাঁহার প্রসাদে শিখিলাম কবি কীর্ত্তি॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বন্দ যড়ি দুই পাণি। আসর বাসর বন্দ যত গুণী জ্ঞানী॥ অসংখ্যা দেবের মূর্ত্তি বন্দনা না যায়। ভক্তি পঙ্কজে বন্দ সেই দেবের পায়॥ সেবিয়া শ্রীগুরু পদ ঈশ্বর চন্দ্র ভণে। বন্দনা হইল সাঙ্গ শুন সর্ব্বজনে॥ পূর্ণ করি হরিধ্বনি কর সর্ব্বজনা। তদন্তরে শুন কিছু দুর্গার বর্ণনা॥

শ্রীশ্রীদুর্গার বর্ণনা।

গীত রাগিণী ভৈরবী। তাল আড় খেমটা।

দুর্গে শুনেছি পুরাণে। চতুর্ব্বর্গের ফল
ফলে তোর নামের গুণে॥ দর্গমে

দুর্গতি হরা তুমি তারা শিবের উক্তি
জীবের মুক্তি দুর্গা নামে। দুর্গা নাম চতু
র্বগ, শ্রবণে হয় জীবের স্বর্গ, সে দুর্গা নাম
চতুর্বগ অবর্গ হইল আমার কপাল গুণে ॥

শ্রীদুর্গে জয় দুর্গে মম ভাগ্যে সদয় দুর্গে হয় শিব কত্রি। তুমি জগৎ তারা কাল সংহরা পরাৎপরা ত্রিধারা ত্রিপুরা ত্রিজগৎ কত্রি॥ জগদম্বে রম্ভে গতি স্তম্ভে ত্বং গতিস্ত্বং ত্বং দক্ষ পুত্রি। ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মাণী ব্রহ্মরূপা ব্রহ্মরন্ধ্রে ত্বং ব্রহ্ম কত্রি॥ তুমি ধরা অধরা তারা কাল সংহরা কাল নিস্পত্রি। ত্বং সন্ধ্যা ত্রিসন্ধ্যা ব্রহ্ম রন্ধ্রে ত্বং সে গায়ত্রি॥ মম কণ্ঠে হয়ে অধিষ্ঠান, শুন দুর্গা তব গান; তান মান রূপে হয়ে ত্রাণ কত্রি। রাখ দুর্গা লজ্জা ভয়, দেহি দুর্গে পদাশ্রয়; ভবভয় সভয় অভয় দেহি বিশ্ব কত্রি॥ কিঙ্করে স্মরে ভব ঘোরে, পড়ে ফেরে তার দুস্তারে; নিস্তার পদে মনে কর ভক্তি। পাপে অঙ্গ জর জর, থর থর কলেবর; নিরন্তর কাতর পাইয়া পাপ মূর্ত্তি॥ জীর্ণ তরি হলেম তারা, ছয় দাঁড়ি সে মাতোয়ারা; কু বাতাসে করি ত্বরা, পাল তুলি তুফানে কৈল ভূক্তি। ডুবুং দেখি তরী, পলাইল মন কাণ্ডারী; ভববারি পরিহরি, বারি পঙ্কে পাইলাম মুক্তি॥ মানব তরি পশি বারি পঙ্ক, পঙ্কে মিশি হলো পঙ্ক, শিরে ধরি পাপ পঙ্ক আইলাম তব স্থান। যা হয় উচিত, কর মা ত্বরিত; ঈশ্বর চন্দ্র মাগে পরিত্রাণ॥

মান ভঞ্জন নামক পাঁচালি গ্রন্থঃ আরম্ভ।

শ্রীরাধার মান ভঞ্জন হেতু শ্রীকৃষ্ণ যোগী বেশ ধারণ করি শ্রীরাধার নিকুঞ্জ দেশে আগমন করিতেছেন।

সে কেমন তাহা শ্রবণ করুণ।

ছড়া। হয়ে রাধার মানে মানাশ্রিত, শ্রীকৃষ্ণ হন ভেকাশ্রিত; যোগাশ্রিত যোগী বেশ ধারন। কটি দেশে কৌপীন আঁটা; কপালেতে দীর্ঘ ফোঁটা, অঙ্গের ছটা ভস্মে আচ্ছাদন ॥ বৈষ্ণবের চূড়ামণি, হইলেন চিন্তামণি, লুকাইয়া বংশী ধ্বনি; শিঙ্গের ধ্বনিতে হইলেন শিক্ষে। রাধার মানে বিভলা, মুখে বলে ববম ভোলা; ভিক্ষের ঝোলা তুলে দিলেন কক্ষে ॥ ভিক্ষের ঝোলা করি কক্ষে, নিতে রাধার মান ভিক্ষে, রাধার কুঞ্জে উপনীত হৈল। কুঞ্জের দ্বারে চিন্তামণি; করিলেন শিঙ্গের ধ্বনি; শুনিয়ে বৃন্দে ধনী বাহিরে আইল ॥ হেরি বৃন্দে যোগী রূপ; বলে একি অপরূপ, যোগী কও স্বরূপ, যোগের চরিত্র। কোন রাগে রাগাশ্রিত, হয়েছ হে ভেকাশ্রিত; যথার্থ কোন কুল করেছ পবিত্র ॥ আঁখি ঢুলু ঢুলু আছে নেসা, তিলকে শোভিত নাসা, মুখে অর্দ্ধ অৰ্দ্ধ ভাষা, অঙ্গে মাখা ভস্ম ভূষা; করে ধরা তুম্ব আশা; কটি দেশে চর্ম্ম বাসা, শিরে ধরা জটা কেশা, যোগীর বেশে কুঞ্জে আশা; কোন স্থলে করেছ বাসা; কোন্ আশয়ে করে আশা, রাধার কুঞ্জে হয়েছে

আসা, করি জিজ্ঞাসা কহ যোগী গুণধাম। ভালে ধর অর্দ্ধ শশী; হয়েছ নবীন সন্ন্যাসী; মুখে মন্দ মৃদু হাসি; হওনা কেন শ্মশান বাসি; কাশীশ্বর ত্যজে কাশী; নিকুঞ্জে উদয় আসি; কোন ভিক্ষার অভিলাষী, কোটি তোমার সেবাদাসী, জিজ্ঞাসি সন্ন্যাসী কিবা তব নাম॥ অপরে অনেক কথা, পাঁচালি বিচিত্র গাঁথা; কবিতা নববণিতা, বর্ণিতে অনেক হয়। সংক্ষেপে ঈশ্বর চন্দ্র; রচিয়া পাঁচালি ছন্দ, কৃষ্ণ চন্দ্রের কপট পরিচয়॥ ঈশ্বর চন্দ্রে করে দৃষ্ট, মানস পূর্ণ কর কৃষ্ণ; ভব কষ্ট কর হে মোচন। দিয়ে আমি মানস পদ্ম, পূজি তব পাদ পদ্ম, হৃদ পদ্মে করিয়ে অর্পণ॥

শ্রীকৃষ্ণ ব্যাঙ্গ ছলে বৃন্দের নিকট ভেকাশ্রয়ের পরিচয় দেন।

সে কেমন তাহা শ্রবণ করুণ।

গীত রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

শ্রীরাধানাথ রাধার মান করিতে ভঞ্জন। যোগী সেজে কৃষ্ণচন্দ্র নিকুঞ্জে করেন গমন। যোগী যাঁরে না পায় ধ্যানে, সে জন যোগী রাধার মানে, ব্রহ্মা যাঁরে ব্রহ্ম জ্ঞানে, যোগাসনে করে সাধন॥

ছড়া। নাম কৃষ্ণচন্দ্র দেব শর্ম্মা, পিতা হলেন গোপ কর্ম্মা; অসুর কর্ম্মা মাতুল মহাশয়। জননী ভোজের মেয়ে; আর এক পিতা কংসালয়ে, কুলাশ্রয়ে কুলের পরিচয়॥ বলাই নামে দেব শর্ম্মা;

তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাত কর্ম্ম, কুল কর্ম্ম। কুলের চরিত্র। অন্তরে হয়ে সন্তোষ, পূজে গুরু আশুতোষ, ঘোষকুল করেছি পবিত্র॥ পরিবার গোপ বৃন্দ; গোত্র অচ্যুদানন্দ, সদানন্দ ভেকের গুরু হন। শ্রীপাট কৈলাস ধাম, পূর্ণ করি মনস্কাম, আশ্রয় শ্রীবৃন্দাবন আশ্রম॥ পরমার্থ পদে মত্ত, হয়ে যোগে যোগাশ্রিত; নিত্য নিত্য কোটি তীর্থ; কৈলাস পর্য্যটন। বৃন্দাবনে করেছি বাসা; রাধা তীর্থে করে আশা, রাধার কুঞ্জে হয়েছে আসা, পূর্ণ কর আশার আশা, রাধা তীর্থ করাও দরশন॥ অপর তীর্থের ত্যজে আশ, রাধা তীর্থে করিব বাস; এই মনে অভিলাষ, সন্ন্যাস ধর্ম্ম তবে হয় রক্ষে। শুন বৃন্দে রাধার দাসী, অতিথে করাও তীর্থ বাসী, রাধা তীর্থে আসি সন্ন্যাসী মাগি এই ভিক্ষে॥ বৃন্দে দান কর রাধা তীর্থ, অতিথের রাখ ধর্ম্মার্থ; পরমার্থ করি রক্ষে করে রাধা তীর্থাশ্রয়। নাই মম দাস দাসী, রাধা তীর্থের অভিলাষী; রাধার নিকুঞ্জে আসি হয়েছি উদয়। ঈশ্বরচন্দ্রে কর দয়া; বুঝিতে নারি তব মায়া, কারে কখন কর দয়া; মায়া করি করিতে রাধার মান ভিক্ষে কি বর্ণিতে জানি আমি, মহা যোগীর যোগ তমি, যোগী হয়ে আপনি মাগিবে মান ভিক্ষে॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দের প্রত্যুত্তর।

সে কেমন তাহা শ্রবণ করুণ।

গীত রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

রাধা তীর্থে করিব বাস, এই অভিলাষ।

কৃপণতা হয়ে বৃন্দে করণা আমায় নৈরাশ।
রাধার নিকুঞ্জে আসি, রাধা তীর্থের
অভিলাষী, তুমি বৃন্দে রাধার দাসী;
সন্ন্যাসীর পূরাও আশ ॥

ছড়া। মরি মরি শুনে মরি, কি বলিলে জটা ধারী, ব্রহ্মচারী শুনে সন্ধ হয়। তুমি হলে দেব শর্ম্মা, তব পিতা গোপ কর্ম্মা, ঘোষের কুলে দ্বিজের পরিচয় ॥ এমন আছে কোন কুলে কুল কর্ম্মা, ঘোষের পুত্র দেব শর্ম্মা, ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিলাম তোমার। হয়ে তুমি ঘোষ পুত্র, গলে ধর যজ্ঞ সূত্র, ভৃত্য হয়ে দ্বিজের ব্যবহার ॥ বোধ নাই তব জ্ঞান কাণ্ড, সকলি হইল পণ্ড; ভণ্ড হয়ে দণ্ড কমণ্ডুল ঝুলি কক্ষেয়। মিছে তোমার তুম্ব ভাঁড়, বুঝি ঘেরেছে কোন দুষ্ট রাড়, ভাঁড় লয়ে ভাঙ্গড় হয়ে, এসেছ রাধার কুঞ্জে ভিক্ষেয় যে হেতু সন্ন্যাস ধর্ম্ম, বুঝেছি তোমার মর্ম্ম, কর্ম্ম দোষে হইল প্রকাশ। হয়ে কোন ধনীর প্রেমাশ্রিত; হয়েছ হে ভেকাশ্রিত, চেটার্থ বৈরাগী হয়ে এসেছ কর্ত্তে রাধা তীর্থেবাস ॥ রাগেরাই আছেন পড়ে, শুনিলে পর উঠিবে ঝেড়ে, ঝুলি ঝোলা সব নিবে কেড়ে, দুষ্ট দাড়ি ফেলিবে ছিঁড়ে, পলাতে হবে তুম্ব নেড়ে; করে ধরে কুঞ্জের বাহির কোরে; দিবে যোগী বোলে মানিবে না। আপনি রাখি আপনার মান, স্বস্থানে কর প্রস্থান, কেন হবে অপমান, মানীর গেলে মান ফিরে মান আরত পাওয়া যায় না ॥ ঈশ্বর যুড়ি কর, দুটি; বলে দেখি বড় আঁটা আঁটি, রাধা তীর্থের মূল

বৃন্দে টি, জানিলাম নিশ্চয়। শুনে বৃন্দের জবাব পষ্ট রাধা তীর্থের এত কষ্ট, ওহে কৃষ্ণ রাধা তীর্থে বাস তোমার হয় কি না হয় ॥

গীত রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

ওহে নটবর, নটবর বেশ করেছ গোপন। কাল রূপ চিকণ কালা ভস্মে করে আচ্ছাদন। যে রূপেতে চিকণ কালা, ভুলাতে সব ব্রজবালা, সে রূপ লুকায়ে কালা, যোগী রূপ করেছ ধারণ ॥

ছড়া। ঝোলা কাড় ঝুলি কাড়, রাই কাড়েন কিম্বা তুমি কাড়, তাতে ডরাইনা বড়, হয়ে স্থূলে ভুল। পার তুমি বৃন্দে দূতী; তোমা ছাড়া নন শ্রীমতী বৃন্দে তুমি শ্রীমতীর মূল ॥

সে কেমন তা শুন।

যেমন বরিষনের মূল জলধর পাখির মূল পাখা। ফলের মূল ফুল যেমন ফুলের মূল শাখা ॥ জেতের মূল কুল যেমন কাশীর মূল শিব। নয়নের মূল নয়ন তারা দেহের মূল জীব ॥ যেমন পৃথিবীর মূল বাসুকি শ্রোতার মূল উক্তি। সাধুর মূল সাধনসিদ্ধ পূজার মূল ভক্তি ॥ যেমন বাদ্যের মূল বাদ্য ঘণ্টা তীর্থের মূল গঙ্গা। যেমন মন্ত্রের মূল দিক্ষা গুরু উদাসীনের মূল নেঙ্গা॥ যেমন নদীর মূল ক্ষীরোদ সাগর বিবাহের মূল লগ্ন। নিশির মূল সন্ধ্যা। যেমন প্রেমের মূল যত্ন ॥ যন্ত্রের মূল যন্ত্রি যেমন সতীর মূল পতি। শ্রীমতীর মূল তেমনি তুমি বৃন্দে দূতী ॥

হয়ে রাধার মানে মানাশ্রিত, হয়েছি হে যোগাশ্রিত, ভিক্ষের ঝুলি করে কক্ষে। মান ভিক্ষেয় করে আশা, রাধার কুঞ্জে হয়েছে আসা, পূর্ণ হয় আশার আশা, শ্রীরাধে দিলে ভিক্ষে॥ রাথ২ কথা রাথ, বৃন্দে দূতী ব্যাঙ্গ ঢাক, ব্যাঙ্গ শুনে অঙ্গ দহে দুঃথে। হলো প্রায় কাল অতীত, অতিথের আতিথ্য, বল বৃন্দে কিসে হবে রক্ষে॥ কাল অতীতেয়ে হবে সন্ধ্যা, কার বাড়ি যাব বৃন্দে, সন্ধ্যা কালে কেবা দিবে ভিক্ষে। যাও বৃন্দে রাধার কাছে; যোগী কুঞ্জে দাড়ায়ে আছে, বল বৃন্দে হয়ে মম পক্ষে॥ অবসান দিবাকর, যোগী যান স্থানান্তর, শুন রাধে তুমি দিলে ভিক্ষে। শুন বৃন্দে সহচরী, শ্রীমতীর কিঙ্করী; যোগীর আচিঙ্গ কর রক্ষে॥ এই বেলা বৃন্দে কর হাটা, সন্ধ্যা হলে বাদিবে লেঠা, লেংটা অতিথ রাথা হবে দায়। যাও বৃন্দে ত্বরা করে, দাড়াতে নারি কুঞ্জের দ্বারে, স্থানান্তরের ভিক্ষের সময় বয়ে যায়॥ ঈশ্বরচন্দ্র বলে বৃন্দে, ধন্য২ তুমি বৃন্দে, বৃন্দে গো তুমি জন্মে ছিলে। যোগেশ্বর ত্রিভঙ্গ; তাঁর সঙ্গে কর ব্যাঙ্গ, ব্যাঙ্গ ছলে ত্রিভঙ্গ পাইলে॥ দাসভাবে হনুমান, পাইয়েছিল ভগবান; রামায়ণে আছে যে প্রমাণ। দাসী ভাবে তুমি বৃন্দে; পাইলে শ্রীগোবিন্দে; হইল শ্রীভাগবত পুরাণ॥

শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দে দূতী প্রত্যুত্তর করেন।

গীত রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

যাও বৃন্দে হে বৃন্দে শ্রীবিন্দ পুরে। বলগে

শ্রীরাধার কাছে যোগী দাণ্ডায়ে দ্বারে ।। কাল
অতীতেয়ে হবে সন্ধ্যা, কার বাড়ি যাব বৃন্দে
সন্ধ্যাকালে কেবা ভিক্ষে দিবে এ অতিথেরে ।।

ছড়া। চিনেছিহে চিন্তাময়, দিতে হবেনা পরিচয়, অঙ্গময় ভস্ম ভূষা মেখে। যে রূপে ভুলে ভুবন, সে রূপ করেছ গোপন, হুতাশন কি ভস্মে চাপা থাকে ।। ভানু মেঘে আচ্ছাদন, থাকে বল কতক্ষণ; কুঞ্জরের দশন ঢাকা যায় কেমনে। জল বিম্ব জল রেখা, কতক্ষণ যায় রাখা, চন্দনের সৌরভ কি ঢাকা থাকে বনে ।। বৃন্দাবনে করেছ বাসা, রাধা ভার্থে করে আশা, রাধার কুঞ্জে হয়েছে আসা, কিসে পূর্ণ হবে আশা, আশার আশা আগে করেছ ভঙ্গ। এখন যোগীর বেশে হৃষিকেশ, রাধার নিকুঞ্জ দেশ, আসি দাণ্ডায়ে আছ হে ত্রিভঙ্গ ।। ব্রহ্মাণ্ড যাহার ভোক্ষে, তার কি সাজে মুষ্টি ভিক্ষে; এই দুঃখে দুঃখে অঙ্গ দয়। ব্যাঘ্রে করে ফড়িং গ্রাস; হাতির মুখে দূর্ব্বাঘাস, উপহাস শুনে লজ্জা হয় ।। ষোলশত যার নারী, তার কি সাজে ব্রহ্মচারী, জটাধারী ভিক্ষের ঝুলি কক্ষে। রমণীর মনোহরা, গোপগৃহে ননি চোরা, চোরের যোগী বেশ কি দেখা যায় চক্ষে ।। শুনেছি রাধার ঠাঁই, যোগীকে বিশ্বাস নাই, তাই দেখিলাম চক্ষে। যোগীর বেশে রাবণ, সীতে করে ছিল হরণ; উচিত দণ্ড ভণ্ড যোগীর পক্ষে ।। মহা যোগী হন শিব; তিনি হরেন পর জীব, সেই শিব তব গুরু হন। যেমন গুরু তেমনি চেলা, যোগীর

বেশে করে ছল, এসেছ ভুলাতে নারীর মন ॥ ঈশ্বর চন্দ্র বলে কৃষ্ণ, রাধা তাঁথের এত কষ্ট; কৃষ্ণ সদৃষ্টতে দেখিলে। বৃন্দেকে মিষ্ট ভাষে, যদি কৃষ্ণ তুসে তেসে; পশিতে পার তীর্থ মণ্ডলে ॥

বৃন্দের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বিনয়।

সে কেমন তাহা শ্রবণ করুণ।

গীত রাগিণী বিভাস। তাল একতালা।

এলে যোগীর বেশে রাধার কুঞ্জে বনমালি।
বল কৃষ্ণ এখন কোথায় তোমার চন্দ্রাবলী ॥
যোগী বেশে ভিক্ষের ছলে, ভিক্ষাং দেহি রাধা
বল্যে; ডাকিছ কুঞ্জ মণ্ডলে, চন্দ্রা পেয়ে চন্দ্র
করে, বঞ্চিলে তাহার ঘরে, এখন মানভিক্ষা-
র তরে কর কৃতাঞ্জলি ॥

ছড়া। বারে বারে করনা নিন্দে, যা হবার তা হয়েছে বৃন্দে; বিনয় করি তোমার নিকটে। শুন বৃন্দে সহচরী, শ্রীমতীর কিঙ্করী, কাটা ঘায়ে দিওনা নুনের ছিটে ॥ যাও বৃন্দে রাধার কাছে, যোগীর পক্ষে কে আর আছে, শুন বৃন্দে বলি তব ঠাই। বৃন্দেদূতী নাম ধর, সকলি করিতে পার; অসাধ্য সাধ্য তোমার কিছু নাই ॥ যখন নিশিতে নিকুঞ্জবনে, কুঞ্জ বেহার রাধার সনে, করিতাম বনে, অতি সংগোপনে, আছে মনে ভুলিনা বৃন্দেদূতী। শুনিয়ে বংশীর ধ্বনি, সঙ্গে লয়ে কমলিনী, গভীর নিশি; বনে পশি, যেতে সঙ্গে, লইয়ে শ্রীমতী ॥ একে কুল কামিনী, তাহে ঘোর যামিনী, সঙ্গে লয়ে সঙ্গিনী; যেতে ধনী নিকুঞ্জ

কাননে। বনে বন জন্তুচয়, মানিতেনা কার ভয়, জগ ভয় করি বিসর্জ্জনে ॥ রাই তোমার বশীভূত, তুমি তার অনুগত, উভয়ে উভয় নহেত অন্যথা। হয়ে বৃন্দে যোগীর পক্ষে, রাইকে দিতে বল ভিক্ষে, অবশ্য রাখিবেন তব কথা ॥ ঈশ্বরচন্দ্র বলে বৃন্দে; কাতর হয়েছেন গোবিন্দে, মান ভিক্ষে রাইকে দিতে বল। সম্বর বৃন্দে মনঃ খেদ; ঘটাইওনা আর বিচ্ছেদ, কৃষ্ণের যা হবার তা হল ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দের উত্তর।
সে কেমন তাহা শ্রবণ করুণ।

গীত রাগিণী বিভাস। তাল একতালা।

রাখ রাখ কথা রাখ বৃন্দে যাও শ্রীমতীর কাছে। যানাও রাইকে যোগী কুঞ্জে দ্বারে দাড়ায়ে আছে॥ যাও বৃন্দে ত্বরা করে, দাণ্ডা-ত্তে নারি কুঞ্জের দ্বারে, ভিক্ষে দিতে বল রাধারে, অবসান দিবাকরে, যোগী যান স্থানান্তরে তোমা বিনে যোগীর পক্ষে কে আর আছে॥

ছড়া। এখন কাতর কেন শ্রীপতি, বিনে সেই শ্রীমতী; আমায় কর মিনতি, কৃষ্ণ হে। চন্দ্রা পেয়ে চন্দ্র করে, বঞ্চিলে তাহার ঘরে; এখন কেন কুঞ্জের দ্বারে, কৃষ্ণ হে॥ শুন২ বনমালি, যেথানে সেই চন্দ্রা-বলি; তথায় যাও কৃষ্ণ হে। নবীন চন্দ্রা চম্পক কলি, হয়েতুমি নবীন অলি, চন্দ্রার কমলে বৈসগে কৃষ্ণ হে নাশ যোগে খেয়ে মধু, মানস পূর্ণ হয়না বঁধু, সুদু২ যোগী সাজা সার হল হে। করেছ রাধার আশা ভঙ্গ,

চন্দ্রার কুঞ্জে ত্রিভঙ্গ, চন্দ্রার করিলে আশা সাঙ্গ কৃষ্ণ হে॥ করিতে রাধার মান ভঙ্গ, যোগী সেজে ত্রিভঙ্গ, রাধার কুঞ্জে দাঁড়ায়ে কৃষ্ণ হে। তুচ্ছ মানের লাগি, হয়েছ নবীন যোগী, ছি ছি লোকে দেখিলে কি বলিবে কৃষ্ণ হে॥ চন্দ্রানন ভস্মে ঢাকা, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ মাখা, ছি ছি কৃষ্ণ একি চক্ষে দেখা যায় হে॥ যে গলে শোভে বনমালা, পোরেছ হে হাড়ের মালা, ভিক্ষের ঝোলা কক্ষে দেখে চক্ষে দুঃখে মরি হে। তেজে চূড়া মাথায় জটা, কটি দেশে কৌপীন আঁটা, সন্ন্যাসের ছটা দেখে বুক ফাটে হে॥ তেজে বাঁশী বাঁশীস্বরে, শিঙ্গে ডম্বুর লয়েছ করে, দেখে প্রাণ কেমন করে কৃষ্ণ হে॥ ঈশ্বরচন্দ্র বলে বৃন্দে, লজ্জা আর দিওনা বৃন্দে, গোবিন্দের যা হবার তা হল। কর বৃন্দে পরিত্রাণ, মানের কর সমাধান, মান ভিক্ষে রাইকে দিতে বল॥

বৃন্দে শ্রীরাধার নিকটে গমন করেন।

ও শ্রীরাধার মান ভঙ্গ।

গীত রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

ত্রিভঙ্গ হে ভঙ্গি করে কুঞ্জের দ্বারে। ভিক্ষাং দেহি রাধে বলে ডাকিছ শিঙ্গের স্বরে॥ চন্দ্রানন ভস্মে ঢাকা, ভস্ম ভূষণ অঙ্গে মাখা, কটি দেশে কৌপীন আঁটা জটা শোভিছে শিরে॥

ছড়া। কৃষ্ণের লজ্জা দিয়ে দূতী, যথায় আছেন শ্রীমতী, দ্রুতগতি বৃন্দে দূতী, কুঞ্জে প্রবেশিল। রাধার নিকটে আসি, বৃন্দে কন হাসি হাসি, রাধার

মানের ফাঁসি; বৃন্দের হাসি দেখে ফাঁসি, আপনি খুলে গেল ॥ বৃন্দে কয় রাধার কাছে, যোগী কুঞ্জে দাঁড়ায়ে আছে, যোগীর কাছে ভিক্ষে দিতে চল। চলিলেন বৃন্দেদূতী; সঙ্গে লইয়ে শ্রীমতী; কুঞ্জের দ্বারে উপনীত হইল ॥ অপরে অনেক কথা; পাঁচালি বিচিত্র গাথা, না যায় বর্ণন। মান ভিক্ষে দিলেন প্যারী, যোগী রূপ সম্বরেন হরি, রাধা কৃষ্ণের হইল মিলন ॥ সে মিলনের কি দিব তুল্য; অতুল যাহার তুল্য, সে তুল্য দিতে ধরায় তুল্য নাই। ঈশ্বরের নাই সম্পদ, অন্তে দিও ঐ শ্রীপদ, শ্রীপদে এই ভিক্ষা চাই ॥

ইতি মানভঞ্জন নামক পাঁচালি সমাপ্তঃ।

বিরহ ভঞ্জন নামক পাঁচালি গ্রন্থঃ আরম্ভ।

ভেকিনীর বিরহ।

ছড়া। দীর্ঘ দিঘি সরোবর, যেন নিধি রত্নাকর, মনোহর পদ্ম সুশোভয়। কি কব দিঘির শোভা; মুনিজন মন লোভা, হইলে ভানুর প্রভা, প্রভাত সময় ॥ প্রকাশ পদ্ম পদ্ম দলে, মধু লোভে মধুকর চলে, কমলে বসি মধু করে পান। ভেক ভেকিনী দুই জনে, বাস করে কমল বনে; হর্ষ মনে বঞ্চে এক স্থান ॥ ভক্ষ্য অন্যে ভেক বর, চলে দেশ দেশান্তর, শূন্য ঘর বঞ্চে অন্য দেশে। কমল বনে ভেকিনী, হইয়ে একাকিনী, জামিনী পোহায় শূন্য বাসে ॥ ভেকিনী কমল যৌবনে; বাস করে কমল বনে,

মদন বাণে জীবন দহিল ।একে বসন্ত কাল, ভেকি-
নীর যৌবন কাল, তায় ঋতুকাল উপস্থিত হইল ।।
একে বসন্ত ঋতু, ভেকিনী হইল ঋত, ভিত হয়ে
চিন্তে অনুক্ষণ । উপস্থিত হইল কাল; পতি বিনে
ঋতুকাল, ঋতু বতীর ঋতু কে করে রক্ষণ ।। পতি
নাই নিজ বাসে, ঋতু রক্ষে হয় কিসে, ভেকিনী
হইল চিন্তিত। অলি বৈসে কমল দলে; ইশারায়
ভেকিনী বলে, মদন বাণে হয়ে সশঙ্কিত ।। ভেকিনী
কয় মধুকর, আছে মম শূন্য ঘর, দেশান্তর গেছে
নিজপতি । একে বসন্ত ঋতু, তাহে হয়েছে ঋতু,
পতি বিনে হইলাম ঋতুবতী।। হয়ে তুমি সতী
র পক্ষে, কর মম ঋতু রক্ষে, এই ভিক্ষে মাগি তব
স্থান । রক্ষে কর পতির কর্ম্ম, ঋতু রক্ষেয় আছে ধর্ম্ম,
পতি হয়ে সতীরে দেহি রতি দান ।। ঈশ্বরচন্দ্র বলে
অলি, যাচিঙ্গে করে কমল কলি; জাচিঙ্গে পূর্ণ
করিতেতো হয়। যাচারস্ত্র যাচা অন্ন, গ্রহেণতে হয়
অনেক পুণ্য, যাচিঙ্গে ত্যাগ করা উচিত নয় ।।
যাচিঙ্গে করে বিফল; পেলে তার প্রতিফল, কচ
নামে হয় শুক্র ভক্ত । যাচিঙ্গে লংঘনের পাপ,
পুরুষে পায় মনস্তাপ, ভারত পুরাণে আছে ব্যক্ত ।।

ভ্রমরের প্রত্যুত্তর।

সে কেমন তা শুন।

গীত রাগিণী খাম্বাজ। তাল খেমটা।

বিনয়ে বলি, অলি কমলে বসনা । মদনের
বাণে আর প্রাণে বাঁচিনা ।। নারী হয়ে সাধি

তোমায়, পুরুষের এ ধর্ম্মতো নয়, এ কেমন কঠিন হৃদয়; সময় বহিয়া গেল পূরাও মনের বাসনা ॥

ছড়া । ছি ছি ভেকিনী তোরে, কি কথা বলিলি মোরে, ভূতে বুঝি ধরেছে তোরে, চন্দ্র করে ধরিতে চাও হইয়া বাউন। আমি ভ্রমর মধুকর; তোয় আমায় অনেক অন্তর, সে কেমন অন্তর বলি তবে শুন ॥

যেমন রাম আর রাবণ, বগি আর বাউনঃ কৃষ্ণ আর কংস, বক আর হংস, চন্দ্র আর তারা, ভষ্ম আর পারা, হনু আর ভানু, শিঙ্গে আর বেণু, গুড় আর মধু; চোর আর সাধু, চম্পক আর কিংশুখ; পুড়সুর আর চড়ুসা খু; পণ্ডিত আর চাসা, রূপ আর কাসা; গোট আর ঘুনসি, দারগা আর মুনসি, মেজেষ্টর আর সার জ্জ; বৃন্দাবন আর বাঁশবন, জোলা আর কাজি; দাঁড়ি আর মাজি, দেলগিরি আর মশাল, মৌর আর বিড়াল, গাধা আর ঘোড়া, যুবা আর বুড়, পাঁচন আর জাড়ি; বাল আর দাড়ি, দধি আর ঘোল; বানা আর হোল; গুরু আর শিষ্যে; সতী আর বেশ্যে; ॥

তোয় আমায় এত আন্তর, আমি কি নাং হব তোর; নেশা খোর নইজে তোর কথায় যাব ভুলে । তুই নিচ জেতে ব্যাং, কোন লাজে তোর ধরিব ঠ্যাং, মারাবি সাং কোমরে দুঠ্যাং তুলে ॥ তুই বেটি ভেকিনী, কিবা রূপের ধুচনি; পদ্ম বনে পড়ে থাকিস । মরি বেটির রূপ দেখ; নাক যেন ঠিক ঘোড়া সাঁকো, বেটি ছেপরা পোঙ্গায় দফরা দিতে

কোন লাজেতে বলিস ॥ এইরূপে ব্যাংকে ব্যাঙ্গ করি ভ্রমর গুণাকর। ভোঁ ভোঁ গুঞ্জরে ভ্রমর কমল উপর ॥

গীত রাগিণী খাম্বাজ। তাল খেমটা।

ধিক২ ভেকিনী অধিক কি কব আর তোমা রে। কমল বনে পেতে ফাঁদ ধর্ত্তে চাও মধু করে ॥ হয়ে বেটি নিজে ব্যাং, ভ্রমরে করিস্তে নাং; বাঞ্ছা কর অন্তরে। বাঙন হয়ে গগনে চাঁদকে ধর্ত্তে চাও কেমন করে ॥

ভ্রমরের প্রতি ভেকিনী প্রত্যুত্তর।

সে কেমন তাহা শ্রবণ করুণ।

ছড়া। শুনরে বেটা ভ্রমর; করিস তুই গুমর; পুরুষের গুমর নারীর কাছে থাকেনা। তুই ভ্রমর জেতে পোকা; জানিস নাকো লেখা যোখা, ওরে বোকা শাস্ত্র কভু কর্ণেতে শুনিসনা ॥

সে কেমন তাহা শুন।

এম্নি নারীর প্রতি, গুমর করে রঘুপতি, সুর্পণখায় না দিয়ে রতি, যে দুর্গতি পেলেন রামচন্দ্র। যোগী রূপ করি ধারণ; আসি পঞ্চবটির বন, সীতে হরণ করিল দশস্কন্ধ ॥ সূর্পণখার কোপে পড়ে; রামের লক্ষ্মী গেল ছেড়ে, লক্ষ্মীছাড়া হলেন রাম চন্দ্র। যদি রাম রঘুপতি, সূর্পণখায় দিতেন রতি, রাবণের হতেন ভগ্নীপতি, সীতে লিতনা লঙ্কাপতি রঘুপতির হতনাকো মন্দ ॥ সূর্পণখার কেটেনাশা;

লক্ষ্মণের হলো যে দুর্দ্দশা, আশা ভঙ্গের এতমনস্তাপ সূর্পণখার বাক্য ঠেলে; লক্ষ্মণ পড়ে শক্তিশেলে; রতি ভঙ্গে হয় মহা পাপ ॥ হয়ে তুই বসন্তের দূত; উড়ে বেড়াস যেন ভূত; ভূতেরে বশিভূত করা নয়। কি গুণে নলিনী তোরে, কমলের মধু দান করে, তোরে হেরে আতঙ্কে অঙ্গদয়॥ কি পুণ্যে বিধিবর; তোরে করিলে মধুকর, কুকুরের ভক্ষ সুধা খণ্ড। বিধির নাই বিবচনা; কমল পরে ভূতের থানা; বানরের শিরে রাজ ছত্রদণ্ড ॥ রূপে গুণে অদ্ভুত, যেন বেটা জলার ভূত; তোরে হেরে ভূতে লজ্জা পায়। শুনরে বোকা মধুখোর; কাট্ কাটা বুদ্ধিতোর; কাষ্ঠের ছিদ্র করিস যথা তথায় ॥ জন্মিয়ে পোকার কুলে; খাদ্য দ্রব্য ভাগ্য বলে; বিধি মিলালে সুধাময় মধু যেমন অবংসে চণ্ডাল পুত্র, গলে দিয়ে যজ্ঞ সূত্র, হরণ করিতে যায় কুলীন মুখুর্য্যের বধু ॥

শ্লোকঃ।

অবংশেপতিতো রাজা মূর্খবংশে সুপণ্ডিতঃ।
অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবৎ মন্যতে জগৎ ॥

যেমন অবংশে নীচ গামী, যদি হন ভূস্বামী; ভূতল দেখে তৃণাবত। সুপণ্ডিত মূর্খ অংশে; সদাই পণ্ডিত হিংসে, গুমর করি নাহি মানে মত ॥ অধনের ধন প্রাপ্ত, মানুষে গুণে তৃণাবত; অধনী ধনী হইলে তবু সে ইতর। তেম্নি তুই পোকা, শুনরে বোকা, অবংশে পণ্ডিত হয়ে হয়েছিস মধুকর ॥ হয়ে আমি রসবতী, করিতে তোরে উপপতি, তোর

প্রতি মাগি রতি দান। হিতে বুঝিস বিপরীত, জানিসনা গোপন পিরীত; পোকা বোকার নাইক রস জ্ঞান॥

গীত রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া থেমটা॥

শুনরে বোকা ভ্রমর, তোর কি সাজে গুমর
নলিনীর সনে। কমল মুদিত হলে কমল
বনে কমল বিনে॥ ভোঁ ভোঁ করে উড়ে
বেড়ায় কমল বনে। মধু পান করিস ভ্রমর
তাই ভেবে কি করিস গুমর, সে গুমর রবে
না ভ্রমর নলিনীর কাছে কে তোরে বলে
শুধু মধুকর মধু বিনে॥

ভেকিনীর প্রতি ভ্রমরের প্রত্যুত্তর।
সে কেমন তাহা শ্রবণ করুণ।

ছড়া। কি কথা কৈলি ভেকিনী, শাস্ত্র কি জানি না আমি; মূর্খ ভেবে আমায় বল মন্দ। হরণ করে পরদারা, যযাতি হইল জরা, তারা হোরে অঙ্কে মলি ধরে গগন চন্দ্র॥ গুরু দারা করে সঙ্গ; ইন্দ্র হলে ন ভগাঙ্গ; বংশ সাঙ্গ সীতে হোরে রাবণ। তুই ভেকিনী পরদারা, তোরে হোরে কি হব জরা, জরা মরা হয়ে কি রব সর্ব্বক্ষণ॥ নলিনী শুনিলে পরে, স্থান দিবেনা কমল পরে, ভেকিনী হোরে ভেক হয়ে কি ডুবাব কুল পঙ্ক। করিলে তোর ঋতু রক্ষে, হবেনা মোর কুল রক্ষে; মধুকর নামে মোর হইবে কলঙ্ক॥ হই আমি উত্তম; তোর জন্যে কি হব অধম, উত্তমে অধম কর্ম্ম করিতে না জয়ায়। হয়ে আমি মধুকর

শেষে হব ভেক বর; অধম উত্তম হইতে অনেকে চেষ্টা পায়॥ দুরাচার যেই মূর্খ; বোধ নাই তার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম; সুপথ কুপথ ভ্রমে ভ্রমি। মিছে ভেকিনী করনা জাঁক; ঢাক২ চেপরা নাক, গরুড় হয়ে কি হব কাক, তোর প্রেমে মজে হয়ে কুপথ গামী॥ নাম ধরি অলি কুল; তোর প্রেমে মজে কুল, অকূলে ডুবাব কুল, আকুল হয়ে অকূলে ভাসিব। হয়ে আমি নলিনীর স্বামী, কেন হব নাচগামী, নীচ ক্ষেত্রে বীচ কি জন্যে রোপিব॥ রোপিলে নীচ ক্ষেত্রে বীচ, ক্ষেত্র দোষে হবে নীচ; নীচ ক্ষেত্রে নীচের গমন। মিছে কেন কর আশা; পূর্ণ হবেনা আশার আশা; অপ্রাপ্ত ধনে কেন কর আকিঞ্চন॥ হইয়ে ভেকের রমণী, চন্দ্রকে ধরিতে ধনী, বাঞ্ছা মনে কর ধনী, বিরহানলে হইয়ে আকুল। নাইতব বিবেচনা; লৌহাতে কাঞ্চন মিশেনা হিরের সহ জিরের সমতুল॥ ঈশ্বর চন্দ্র বলে ধনী, হইয়ে ভেকের রমণী, মজিতে চাও ধনী, ভ্রমরের প্রেমে। হয়ে তুমি জল বিন্দু, ডুবাইতে ইচ্ছে কর সিন্ধু, বিন্দু বরিষণে সিন্ধু, ডুবেনা কোন ক্রমে॥

গীত রাগিণী খাম্বাজ। তাল খেমটা।

ছি ছি ভেকিনী আমায় ও কথা আর
বোলনা। ভেকের রমণী হয়ে ভ্রমরে
আশা করনা, আমি ভ্রমর মধুকর,
নলিনীর প্রাণেশ্বর, নলিনীর কমলে
মধু করি পান তোরে ছুঁলে ভ্রমর কুলে
একলঙ্ক ঢাকিবেনা॥

ভ্রমরের প্রতি ভেকিনীর প্রত্যুত্তর।

ছড়া। শুনরে বোকা ভ্রমর, ঘুচেনা মনঃভ্রম তোর; মিছে করিস পরিশ্রম, ভ্রমণ করে কমল বনে। নাম মধুকর শুধু; খেয়ে বেড়াস কমলের মধু; সাধু-সঙ্গ করিসনা কোন ক্রমে॥ ছিল যযাতি জরায় জরে, সে জরা ধরিবেনা তোরে; জরার ভয় করিসনা অন্তরে যে জন্যে যযাতি জরা, সে তত্ব জানিসনে ভ্রমরা, সে জরা ভার দিবনারে তোরে॥ শুক্র শাপে পোড়ে ধরা, যযাতি হইল জরা, তারা হরে চন্দ্র করে ছল। ইন্দ্র গুরু মূর্ত্তিধরে, ঢুকে ছিল অহল্যের ঘরে; ভগাঙ্গ হয়ে তার পেলে প্রতিফল॥ রাবণ শ্রীরামের ভক্ত, জানিসনাক্কো তার তত্ত্ব, ব্যক্ত আছে ত্রিভুবন। ঐরি ভাবে লঙ্কানাথে, সীতে লয়ে পুষ্প রথে, লঙ্কাতে করিল স্থাপন॥ ঐরি ভাব ভেবে মনেঃ সীতে লয়ে অশোক বনে, রাখিল বন্ধনে রামের মনে জাতে ঐরি ভাব হয়। পূর্ব্ব সত্য পালিবারে, সীতে গেলেন সাগর পারে, লঙ্কেশ্বরে হইয়া সদয়। ব্রহ্মা যার চরণ পূজে, সে সীতে কিঁ রাবণকে ভজে, ত্রিভুবন মজে যার কোপানলে। যাঁর পতি রঘুপতি, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতি, সে সতীর সতীর্থ দূর হয়েছে কোন কালে॥ যদি বল দ্বাপরে, শ্রীরাধে ছিল আয়ানের ঘরে, সতীর্থ হরণ করেছে আয়ান। সতীর সতীর্থ হেতু ত্রিভঙ্গ, আয়ানের করিলেন ধ্বজ ভঙ্গ, রতি রঙ্গ সে প্রসঙ্গ, রসরঙ্গ ছিল সাঙ্গ, কিবল সঙ্গ ছিলেন রাধে সঙ্গ; আছে ভাগবতে প্রমাণ। তই

নিজে জেতে পোকা, শাস্ত্র জানিসনা বোকা, বোধা বোধ নাই রাত্র দিন। পেটে নাই বিদ্যা সাদ্ধি, কত তোর হবে বুদ্ধি, একে মূর্খ তায় শাস্ত্র হিন ॥

কেমন তা শুন।

পাখা হীন পক্ষ যেমন শাখা হীন তরু। জল হীন সরোবর শিষ্য হীন গুরু ॥ ধন হীন ধর্ম্ম যেমন মায়া হীন মোহ। কায়া হীন ছায়া যেমন প্রাণ হীন দেহ সাধন হীন সাধু যেমন প্রেম হীন ভক্ত। দলহীন পদ্ম যেমন গজ হীন মুক্ত ॥ কৃষ্ণ হীন পাণ্ডব যেমন শিব হীন কাশী। মণি হীন ফণী যেমন শশি হীন নিশি ॥ যোগ হীন যোগী যেমন প্রজা হীনরাজা। বিদ্যা হীন জীব যেমন ভক্তি হীন পূজা ॥ যন্ত্রি হীন যন্ত্র যেমন সৌরভ হীন ফুল। মান হীন মানী যেমন জাতি হীন কুল ॥ বেগ হীন সাগর যেমন নয়ন হীন দৃষ্টি। পড়া হীনপড়ুয়া যেমন বেদ হীন ষষ্ঠী ॥ শয্যা হীন শয়ন যেমন তারা হীন আঁখি। সখা হীন সখী যেমন শর হিন ধানুকী ॥ শৃঙ্গ হীন মহীষ যেমন দশন হীন মেড়ে। ফয়তা হীন মল্লা যেমন দাড়ি হীন নেড়ে ॥ বারি হিন মীন যেমন পসারী হীন হাট। কালি হীন কলম যেমন মসারি হীন খাট ॥ মাজি হীন নৌকা যেমন সারথি হীন রথ। ভার্য্যা হীন গ্রহ যেমন সভা হীন সত ॥ রাম হীন অযোধ্যা যেমন মল্ল হীন সমর। শোভা হীন সভা যেমন রাজ হীন কর ॥ কুল হীন কুলবধু যেমন বন হীন বানর। তেমি তুই জ্ঞান হীন শুনরে বোকা ভ্রমর ॥

গীত রাগিণী খাম্বাজ। তাল খেমটা।

ছি ছি ভ্রমরারে তোর নাই কি কিছু রস জ্ঞান। নারী হয়ে সাধি তোরে আমায় করিস অপমান।। হয়ে আমি ঋতুবতী, তোরে করিব উপপতি, তোর প্রতি মাগি রতি দান। গোপন পীরিত নাহি বুঝিস না জানিস প্রেমের সন্ধান।।

ভেকিনীর প্রতি ভ্রমরের উক্তি।

সে কেমন তাহা শ্রবণ করুণ।

ছড়া। শুনে ভেকিনীর প্রত্যুত্তর, নিঃ জবাবি হলেন ভ্রমর; মধুকর মদনে হয়ে ব্যস্ত। মনে করে অভিষেক, এ নহে সামান্য ভেক, বেদ বিধি যার উদরস্ত।। যে জানে সাধু শাস্ত্র, সেই সে পরম পদার্থ; পরমার্থ জ্ঞানী লোকে বলে। যে জন সাধু অনুচারী, তার কি আছে পুরুষ নারী, সাধু কথন গাছে নাইক ফলে।। সাধু কি কথন গাছে ফলে; সাধ্য সাধনেই সাধু বলে, শাস্ত্র পথের পথী যেই সেই জন পণ্ডিত। পূর্ব্বে নীচ জ্ঞান ছিল, আমা হৈতে শত গুণে ভেকিনী ভাল, ভেকিনীর সহ প্রেম করা তো উচিত নলিনীর কিবা গুণ; গুণের মধ্যে মধুতে নিপুণ; কৃষ্ণ গুণাগুণ জানেনা পদ্ম মদে দিন গেল। যে জানে না কৃষ্ণ গুণ; তাঁতে কিবা আছে গুণ; নলিনীর গুণাগুণ দেখিতে শোভা ভাল।। যদি কোন সাধু জন, করিতে শ্রীকৃষ্ণ পূজন; করে পদ্ম চয়ন, এই পদ্ম লয়ে যায় তবে এই সরোবরের পদ্ম, পেলেন কৃষ্ণের শ্রীপাদ

পদ্ম, নতুবা জলের পদ্ম জলেতে মিশায় ॥ তবে এমন পদ্মে কিবা ফল, সাধু হইতে পদ্মের সফল, সাধু ভেকিনী পরম পণ্ডিত। সাধু সঙ্গে কাশীবাস সাধু শাস্ত্রে আছে প্রকাশ, ভেকিনীর ঋতুরক্ষে ক-রাতো উচিত ॥ বিশেষ যাচিঙ্গে সফল; করিলে তায় আছে ফল; যাচিঙ্গে লংঘনে মহাপাপ। যাচিঙ্গে করে ভেকিনী, এ নহে সামান্য ধনী; ভেকিনীর মনঃ দুঃখে পাব মনস্তাপ ॥ দেখি যে ভেকিনীর চরিত্র; এত নহে নিচ ক্ষেত্র, পরম পবিত্র ভেকিনা পরম সাধু। দিব কুলে শিলে বিসজ্জন; কুলে কিবা প্রয়ো-জন; পেটের জ্বালায় মিছে খেয়ে মরি মধু ॥ সামা-ন্য কমলের মধু; তাতে কিবা আছে মধু, জগতের মধু সাধু সঙ্গ। পরম সাধু ভেকিনী হন; এরে দিব রতি দান; জুড়াব প্রাণ প্রাণান্তে পাব সে ত্রিভঙ্গ ॥ এই কথা মনেগুণি; ভ্রমর গুণমণি, উড়ে বৈসে ভেকি-নীর কমলে। ভেকিনীরে ধরে ভ্রমর; তুলিলেন পদ্ম ফুলের উপর; কমলাসনে শয়ন করিল বিরলে ॥ ভ্রমর হয়ে আবেশে আকুল; ভেকিনীর কমলে বসায় হুল; পাঁকে পুতে যেন ধুর্জ্জির মূল; এমি হুল বসাইল ভ্রমর গুণাকর। ভেকিনী আবেশ ছলে; ভ্রমরের ধরে গলে, চুম দেন ভ্রমরের মখের উপর ॥ ভেকিনী হলেন নিস্তব্দ, রমণের হতেছে শব্দ; চুক চক শব্দ যন বিড়ালে করে জল পান। একে ভেকিনী ছিল থাক্তি; তায় পেলে যেন বাদাম তক্তি; মনে মনে করে যুক্তি, ভ্রমর খুব রমণে বলবান ॥ ভেকিনী

কয় ভ্রমর রসিক বটে, কোপের চোটে ছাত ফাটে, কুম্মারে যেন হাঁড়ি পেটে, ধোবার পাটে যেন ধুবী কাচয়ে বসন। আহা মরি ভ্রমর এম্নি রসিক; যেন হুঁকোর ভিতর পূরে সিক, রসিক নইলে না জানে রসের সন্ধান ॥ আমার পতি ছিল কুড়ে, পড়ে থাকিত যেন বুড় এঁড়ে, পড়েং দিত লেঙ্গড় নাড়া। কি কব পতির গুণ, আবেশে হইতাম খুন, কোলে করে থাক্তেম যেমন গঙ্গা তীরের মড়া ॥ এই রূপে কিছু দিনে; ভেকিনী ভ্রমর দুই জনে, কমল বনে গোপনে বঞ্চিল। পদ্ম ফুলে করে বাস, ভেকি-নীর গায় পদ্ম বাস, পদ্ম গন্ধা ভেকিনী হইল ॥

গীত রাগিণী খাম্বাজ। তাল খেমটা।

বিরহে যুড়াইলে কমল বনে কমল প্রাণ। ভেকিনী হয়ে কমল বনে ভ্রমরে করে মধু দান ॥ তোর প্রেমে অলি কুল, মজাইল জাতিকুল, অকূলসাগরে দিয়েকূল, সেঅলি কুল হয়ে অনুকূল তোরে দিলে রতি দান ॥

ছড়া। একি অসম্ভব্য মহাকাব্য শুন ভাই সকলে সেংথানার ভেকিনী হয়ে বসিল পদ্ম ফুলে ॥

সে কেমন তা শুন।

যেমন সোণা ব্যাং স্বর্ণ ভক্ষে লঙ্কায় হলেন ভক্তি। কচুবনের ব্যাং হয়ে হলেন পদ্ম মূর্ত্তি ॥ রামছাগলে গাড়ী টানে ঘোড়ার গেল বৃত্তি। ইন্দুরের বেটার চেঁচ কাটানি ছুঁচয় করে যুক্তি ॥ জুগির ভাতে

হলো যেমন হেগো রোগির পত্তি। জলার শামুক সমুদ্রে পড়ে ধরে সংখ মূর্ত্তি ॥ ঘর পোড়াতে জুগি মরে হলো ব্রহ্মদত্তি ॥ বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ কালে বিড়াল বৃষ মূর্ত্তি। প্রেম বিকারে খেলারামের হোলে উঠেছে পিত্তি॥ জোলার ছেলে কাছা খুলে নামাজে হলেন ভর্ত্তি॥ কুত্তার মাথায় মাণিক জ্বলে মত পোরেছেন কুত্তি। যেমন মুক্তরামকে সুক্তর ঝোলে দিয়ে ছিলাম পত্তি ॥ যেমন রাজ কন্যার সয়ম্বরে কোটাল পুত্র ভর্ত্তি। নেড়িমারারা করে যেমন নেড়ির ভাতে পত্তি॥ যেমন বেঁড়ে কুকুর ঘুঘুর সভায় ধরে ব্যঘ্র মূর্ত্তি। তেমি বেটি ভেকিনী হয়ে রাখিলেন এক কীর্ত্তি॥ ঈশ্বরচন্দ্র বলে আমার বিদ্যা ব্যবসা বৃর্ত্তি। আছি কৃষ্ণ প্রাপ্ত হবে বোলে শিব পূজায় ভর্ত্তি ॥

গীত রাগিণী ভৈরবী । তাল মধ্যমান।

ওলো ভেকিনী সাবাস সাবাসি তোরে।
ভেকিনী হয়ে বসিলি পদ্ম পরে। ধন্যা২
তোরে ধনী, হয়ে কচুবনের ভেকিনী;
ভ্রমর লয়ে করিলি মজা ডুবে প্রেম সাগরে ॥

ভেকের দেশাগমন।

ছড়া। কতেক দিনের পর, ভক্ষ লয়ে ভেকবর, ত্যজি দেশ দেশান্তর, নিজালয় আইল। দেখিয়ে ভেকের সতী; গৃহে আইল নিজ পতি; পতির নিকটে সতী আসিয়ে মিলিল ॥ অপরে কমল বনে, ভেক ভেকিনী দুই জনে, দিবাকর অবসানে, যামিনী

আইল। যামিনীতে কামিনী, লয়ে ভেক গুণমণি, কমল বনে শয়ন করিল।। ভেকিনীর গায় পদ্ম গন্ধ, ভেকের মনে হৈল সন্ধ, আনন্দে নিরানন্দের প্রায়। ভেকবর মৃদু ভাষে, ভেকিনীরে জিজ্ঞাসে, পদ্ম গন্ধ কেন তোর গায়।। ভেকিনী কয় ভেকের স্থানে, বাস করে পদ্ম বনে, পদ্ম গন্ধ হলো মোর গায়। শুনি-য়ে ভেকিনীর কথা, ভেকের হলো মর্ম্মে ব্যথা; বলে একি আশ্চর্য্য কথা, এমন কথা শুনি নাই কোথায়।। ভেক ভেকিনী অনেক জনে, বাস করে পদ্ম বনে, পদ্ম গন্ধা হয়না তাদের গায়। যখন তোয় আমায় দুই জনে; বঞ্চিলাম কমল বনে; তখন পদ্ম গন্ধ হলোনা তোর গায়।। ভেকিনী বলে ভেকবর; হয়না হে রাগান্তর, চরাচর ব্যক্ত ত্রিভুবনে। মনেতে কোরনা সন্ধ, সকলের গায় কি পদ্ম গন্ধ; পদ্ম গন্ধা হয় কপাল গুণে।। দাস কন্যা মৎস্য গন্ধা; হয়ে ছিল সে পদ্ম গন্ধা; কামিনীর মধ্যে সেই এক কামিনী। নৌকা ছলে গিয়ে জলে, পদ্ম গন্ধা হলো আইবড় কালে, যার গর্ভে জন্মিলেন ব্যাস মহা মুনি। সেই দেশে বস বাস, অনেক স্ত্রী পুরুষে বাস, কেন তারা হলোনা পদ্ম গন্ধা। থাকিতে অনেক রাজ কন্যা, পদ্ম গন্ধা ধীবরের কন্যা; এর জন্যে কোরনা হে নিন্দা।। বাস করে পদ্ম বনে; পদ্ম গন্ধা হলেম কপাল গুণে; এত দিনের পর পূর্ব্ব পুণ্য উদয় হইল। ভেকি-নীর শুনে প্রত্যুত্তর নিঃ জবাবি হলেন ভেকবর; মনের রাগ মনেতে রহিল।।

গীত রাগিনী খাম্বাজ। তাল খেমটা।
ভাগ্য ক্রমে পদ্ম বনে পদ্ম গন্ধ হলো গায়। মিছে ছলা করে ছলা ভেকিনী ভেকে ভুলায়। পূর্ব্ব পুণ্য ছিল তায়; পদ্ম গন্ধ হলো গায়, শুন ওহে গুণের গুণপতি। সতী বিনে ত্রিভুবনে, পদ্ম গন্ধা কেবা হয়॥

ছড়া। ভেকের আছে মনে সন্ধ, কিসে হলো পদ্ম গন্ধ; এর তদন্ত জানিব ভাল করে। এই রাগ মনে করে, ভেক চৌকি দিয়ে ফিরে, থাকে সদা অন্তরে২॥ দৈব যোগে হয়ে ত্বরা, ভ্রমর পড়িল ধরা ভেকিনীর বাসে আসি। রাগে ভেক হয়ে হুতাশন, ভ্রমরে ধরে তখন, যেমন বিড়ালে ধরে মূষী॥ নিজে চতুর জেতে ভ্রমর, ভেক অঙ্গে মারে কাঁমড়, ভেক ভ্রমরে দিল ছেড়ে। হাসি২ মধুকর, পলাইল বনান্তর, স্বশূন্য পর ভোঁ২ করে উড়ে॥ পলাইল মধুকর, সেই রাগে ভেকবর; ভেকিনীরে করয়ে প্রহার ভেকিনী কয় ছাড়২; অবিচারে কেন মার; দোষা দোষ কি দেখিলে আমার॥ শুন২ ওরে মূর্খ; পথ্য বড় ধরেছি সুক্ষ্ম, মনেতে ভেবনা দুঃখ, তুইমূর্খ জেতে নিচ ব্যাং। গোপনে মারায়ে শুদু, গৃহে বসি খাব মধু; সাধু ভ্রমরে আমি করেছি নাং॥ বড় উপকারি ভ্রমর; উপকার করেছে তোর, তুই মূর্খ বুঝেয়তো বুঝিসনা। হয়ে ভ্রমর সাপক্ষ তোর পক্ষে, করেছে মোর ঋতু-রক্ষে; তোর পক্ষে ভাল করেছে ভ্রমর সেটাতো জানিসনা॥ মধুকর মধুর রাজা, নলিনী

করে যাঁর পূজা; পাইয়ে ভ্রমরের চরিত্র। হেন ভ্রমর গুণবান, তারে করে যৌবন দান, ভেক জল করেছি পবিত্র॥ ভেক ঔরসে হবে ছেলে, ভ্রমর জন্মাইবে ভেক জলে, ভেকের জলে রাখিব ঘোষণা॥ যেমন কুন্তী পাণ্ডুর সতী; করেছিল উপপতি, তুই দুর্ম্মতি শাস্ত্র তো জানিসনা॥ দেবের বলে হলো ছেলে, সমর জয়ী ভুমণ্ডলে; কুরু বংশ করিল নিধন। যত রাজা রাজেশ্বর, পাণ্ডবে দিয়ে রাজকর, পূজা করিল রাজা গণ॥ কুন্তী রাণী হইল ধন্য, পুত্র হৈতে মানস পূর্ণ; গৃহে বসি পেলেন রাজ্যধন। অপরে হইল স্বর্গে স্থান, নাং হতে এত সম্মান, তুই অজ্ঞান অতি অভাজন॥ শুনে ভেকিনীর প্রত্যুত্তর; অনুরাগে ভেক বর, চলে দেশ দেশান্তর; ভেকবর বিবাগী হইল। পুনঃ সেই কমল বনে, ভেকিনী ভ্রমর দুই জনে, কমল বনে একত্রে মিলিল॥ ঈশ্বর পদ ঈশ্বর ভাবি বিরচিল কার্য্য কবি; রবি সুতে হইতে নিস্তার। চংঘুরালি গ্রাম ধাম, অনুজ ভজ হরিনাম, গিরিধারী মাতুল পরিবার॥

ভেকিনীর বিরহ ভঞ্জন পাঁচালি সমাপ্তঃ।

আতায়ী পক্ষির উপাক্ষণ।

ছড়া। বসি চিল তরুমূলে, জ্বলিত অঙ্গ দুঃখা-নলে, অশ্রুজলে ডুবে করে খেদ। হইয়ে চিলের অংশ, নাহি পাই মৎস্য মাংস; ধ্বংসকায় জীবনে বিচ্ছেদ॥ জন্মিয়ে চিলের কুলে; খাদ্য দ্রব্য নাহি মিলে, ডালে২ ভ্রমণ মাত্র সার। পূর্ব্বে কত কৈনু পাপ, তাহে এত মনস্তাপ; পাপ প্রাণে কত সহে আর॥ সৃজন করেছেন বিধি, দুঃখ পাই জন্মাবধি; ধিক জীবনে কিবা আশ। বিপিন বৃক্ষে সদা থাকা; বিশ্রাম করে বৃক্ষের শাখা; উড়ে২ ভগ্ন পাখা; দুর্ব্বলস্য হীন সখা, মিছে মাত্র প্রাণ রাখা, ভক্ষ মাত্র জলের পোকা, পেটের জ্বালায় পঙ্ক মাখা; বিলে স্থলে হয়ে ভেকা, বেড়াই যেন হয়ে বোকা, কি কব কপালের লেখা; এত কষ্টে প্রাণ রাখা, থাকা মাত্র দুঃখের সাগরে করে বাস। হয়ে চিল অনুরাগী, হইলেন দেশ ত্যাগি, হইয়েবিবাগির প্রায়। হংসাসন ধরাসনে; দেখি চিল হর্ষ মনে; উড়ে বৈসে হংসের সভায়॥

গীত রাগিণী বিভাষ। তাল এক তালা।

তখন খেদ করে পক্ষবর বৃক্ষ পরে বৈসে। হলো বিপিন বৃক্ষে বাস এই পূর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম দোষে। হইলাম পক্ষ যোনি, না চিনিয়ে চিন্তামণি, মিছে ভ্রমে ভ্রমিলাম যোনি; পথা পথ নাহি জ্ঞান, পশু জাতি আমি অজ্ঞান; মিছে ভ্রমণ করি গমন যোনি দেশে॥

ডোম চিলকে রাজহংস ভৎসনা করে।
সে কেমন তাহা শ্রবণ করুণ।

ছড়া। শুনরে মূর্খ দুরাশয়; চাষারে কি নামাজ্ঞ শয়; ভূত্যেরে কি ভূপতির কর্ম্ম সাজে। হয়ে পঙ্গু কলেবর, লংঘিতে চাও গিরিবর, অন্তজের অনন্ত শয্যা দেখে মরি লাজে॥

ছড়া। মরি মরি কি দুর্দ্দশা; বাঘের গৃহে ঘোগের বাসা, মৃগ শৃঙ্গে বৈসে মশা; ছাগ মুখে সিংহের ভাষা, রজক পুত্র প্রিয় পাসা, কনকাসনে বৈসে চাষা, অম্র গাছে ফলে সশা; সিংহের দুগ্ধে ভেকের আশ; স্বর্ণপাত্রে তাম্র কোষা, বানরের হাতে খড়্গ ভূষা, বাল্‌ভির ছেলের অতিথ পোষা, পদ্মমুখির ভগ্ন নাসা; বেশ্যার মুখে সতীত্ব ভাষা, ছুচোর গায়ে আতর ঘসা, কোটাল পুত্রের আফিঙ্গের নেসা; মাতঙ্গের শিরে পতঙ্গের বাসা, ঈশ্বর চন্দ্রের বিদ্যা পেসা পাহাড়পুরে করে বাসা, কবি তন্ত্র কবি ভাষা; গুরুপদে সদা আশা॥

গীত রাগিণী বিভাষ। তাল এক তালা।
কেন বিপিন বৃক্ষ ত্যাজ্য করে নিজ বাসা।
হংসের সভায় আলি কোন আশয়ে করে
আশা। শুন ওরে পক্ষিবর, বাস তোর বৃক্ষপর
তোরে স্থল দিয়েছেন বিধিবর; কোন আশয়ে
করে আশা; হংসের সভায় হলো আসা;
অতি অসম্ভব রে তোর বিষম ভরসা॥

ছড়া। তুই নিজেবেটা ডোমের অংশ; হতে চাস

রাজহংস, ত্যাজ্য করে মৎস্য মাংস; হংসের সভায় আলি উড়ে। একি তোর বুকের পাটা; এমন বুদ্ধি দিলে কেটা, জোলার ছেলের শিরে জটা, বানরের কপালে যজ্ঞ ফোঁটা; হলো তোর বুদ্ধি মোটা, সাধুর মহৎসবে আনিলি পাঁঠা, পাকা অম্রে কাকের ঘটা, হংসের কুলে রাখিতে খোঁটা, ধেয়ে আলি পাজি বেটা, শুনরে উদগেঁড়ে ॥

ছড়া। তুই নিজে হলি অভদ্র; বোধ নাই তোর ভদ্রাভদ্র; তোর ভদ্রাসন বৃক্ষ ডালে। তুই দেখে দিব্য ধরাসন, পেলি বেটা ভদ্রাসন, হংসাসনে মিলে। যদি তোর কপাল গুণে, বসিতে পারিস হংসাসনে, ধরাসনে পাতি অংশ। তবু তোকে বলিবে লোকে; ডোমচিল বেটা হয়েছে রাজহংস ॥ ঈশ্বর কয়, উচিত নয়, ভদ্র অভদ্র হতে। ভদ্র লোকের দেখে ভদ্র, অভদ্র হলো ভদ্র; ভদ্রতা স্মরিতে ॥ যেমন ধনী হলে ইতরের ছেলে; মুখে তারে ভদ্র বলে, অন্তর মধ্যে গুণে নীচ। যেমন অকাল চাষচষে চাষা, ত্যাজ্য করে ফলের আশা, আশ্বিন মাসে রোপন করেবীচ ॥ আশ্বিন মাসে হবে ধান্য, সে কথার কে করে মান্য, তবে মান্য মান চাষের রাখা। তেমনি ইতরের কুলে; ধনী হলে ইতরের ছেলে; তারে লোকে ভদ্র বলে, সে ভদ্র লয় কিবল তারে আদর করে ডাকা ॥ যেমন ব্রাহ্মণ তপস্যায়সিদ্ধ পরম গোসাঞি। সাধুর নিতে যেই বৈষ্ণব তার তুল্য নাই ॥ ক্ষত্রি বৈশ্য কায়স্থ

আর শূদ্র। এই চারি বর্ণ হইলে লোকে বলে ভদ্র।। তেলী তাম্বলী কুমার কামারা দ নয় ডাক। এই নয় কুলে হইলে বলে নবসাগ।।গোপ গোয়ালা পরে- বেরা নাবিণ বাথানি। এরালয় ভদ্র, লয় অভদ্র; এদে- র ইতর মধ্যে গণি।। যেমন মালা জেলে, বাগ্দি দুলে, ডোম কোরঙ্গা, চক্ষুরাঙ্গা, নেসায় থাকে ভুলে হাড়ি মুচী ডোম ডোগলা, এরাসব ইতরের ছেলে।। তুই তেম্নি ইতর, শুনরে বর্ব্বর, তোর কুলমান সাঙ্গ। আলি কোন সাহসে, হংসের বাসে, তোর হলো- না আতঙ্ক।। যেমন মণির আভায়; ফণীর শোভা; দেখে বেঙ্গে করে ব্যঙ্গ। যেমন রঘুর সভায় ঘুঘুর নৃত্য; দেখে বাড়ে রঙ্গ।। যেমন বাঘের গৃহে ছাগের বাস শুনে হয় আতঙ্ক।। যেমন মৃগের শাপে পাণ্ডু রাজার হলো ধ্বজ ভঙ্গ।। যেমন রাধাচক্র গাথায় ধরে কাকের মাথায় শৃঙ্গ। যেমন জোলার ছেলে ববম্বলে, পূজে শিবলিঙ্গ।। যেমন পদ্মফুলে গোবরা- পোকা কুমদে পতঙ্গ।। সাধন বিনে সাধু যেমন পেলে সাধু সঙ্গ। গঙ্গাতীরে পড়ে যেমন গলিত কুষ্ঠ অঙ্গ।। চক্র ভেদে হলো যেমন ছুচর মুণ্ড ভঙ্গ যেমন কুমদ সভায় ভেক পুত্র হয়ে এলেন ভৃঙ্গ। ঈশ্বরচন্দ্র বলে চিল বাদালে কি রঙ্গ।।

গীত রাগিণী খাম্বাজ। তাল খেমটা।

ধিক২ রে চিলে ওধিক কি কব আর তোমারে। বাওন হয়ে হাত বাড়ায়ে ধরিতে চাও সুধা-

করে॥ মরি মরি কি দুর্দ্দশা, বিষম রে তোর ভরসা; খেদে দহে প্রাণ। বাঘের গৃহে ঘোগের বাসা, তাই ভাবিরে অন্তরে॥

হংসের প্রতি চিলের প্রত্যুত্তর।

ছড়া। কি কথা বলিলি হংস; আমি হই চিলের অংশ, ত্যাজ্য করে মৎস্য মাংস, তোর সভাতে এসেছি উড়ে। তোয় আমায় এক অঙ্গ, এক জাতি বিহঙ্গ, বিচ্ছেদ কোরনা নেঙ্গুড় নেড়ে। আমায় তুমি ভাব তুচ্ছ, তোমা হৈতে আমি উচ্চ, সে কেমন উচ্চ শুন রে তার প্রমাণ। বিধি তোরে দিলেন পাখা, উড়িতে নারিস ওরে বোকা, থাকিতে পাখা শুনরে বোকা, ধরায় করিস গমন॥ করে আমি পাখায় ভর; উড়ি দিগ দিগান্তর; অগোচর কিছু আমার নাই। যদ্যপি মনেতে করি, স্বর্গ পুরে যেতে পারি, কোটি তীর্থ চক্ষে দেখিতেপাই॥ কত সাধু মহাজন, পায়না তীর্থ দরশন, পর্য্যটন মাত্র সার। হেন তীর্থ অনায়াসে, দেখি ভাই বৃক্ষে বসে; সমন বাসে গমন এবার হবে না আমার॥ কত তীর্থ কৈনু অভিষেক, বাকি আছে নিতে ভেক, হতে তীর্থ বাসি। মিছে কাজে গেল দিন, পরি ভাই ডোর কৌপিন; মনের মত পেলে সেবাদাসী॥ এই পুণ্য অভিলাষে, এসেছি তোমার বাসে; অনায়াসে হও কৃপাবান। শুন হংস গুণমণি, তোমার এক হংসিনী, আমায় কর সম্প্রদান॥ হয়ে গৌর প্রেমে বিভোল, করি তবে কণ্ঠী বদল; তোমা হৈতে পাই সেবাদাসী। মিছে কাযে দিন

গেল, গৌর কিম্বা নিতাই বল; চল সভে হব তীর্থ বাসী ॥ ঈশ্বর পদ ঈশ্বর ভাবি; বিরচিল কাব্য কবি; রবি সুতে হইতে নিস্তার। বৈষ্ণব চরণে রতি, সেই সে উত্তম গতি; বৈষ্ণব প্রতি রতিমতি, যেন আমার রহে অনিবার ॥ বৈষ্ণব চরণ রেণু, ভূষণ করিয়ে তনু, সেবি পদ বৈষ্ণব গোসাঞি। যেই বলে গৌর বুলা, তার লয়ে পদ ধূলা; সদাই বলি বলিহারি যাই ॥

গীত রাগিণী বিভাষ। তাল এক তালা।

এসে ভব বাসে মায়ার বসে দিন গেল। দিন গেল গেল দিন নিতাই কিম্বা গৌর বল ॥ দারা সুত পরিজন, সকল কর বিসর্জ্জন, দারা সুতে কিবা প্রয়োজন; ধনধরা সুতদারা, বল কোথা রবে তারা, ঢাকিলে নয়নের তারা, বলিবে তারা মল মল ॥

চিলের প্রতি হংসের প্রত্যুত্তর।

ছড়া। বাঙুন হয়ে চন্দ্রে তর্ক, কুকুরের পেটে ঘৃত সক্র, ফণীর সহ ভেকের বক্র; কাকে গ্রাসে অমৃ পর্ক, অসম্ভব সম্ভব শুনে অঙ্গ জ্বলে। যেমন ছুঁচর ইচ্ছে মাখিতে আতর, মুটের গায়ে নেটের চাদর, রাজ ধানিতে ইচ্ছে ইতর, তেম্নি ইতর তোর জন্ম ইতর কুলে॥ তুই নিজে চিলের বংশ, হতে চাস বৈষ্ণবের অংশ; মৎস্য মাংস কেবল তোর ভক্ষে। জানিসনা বৈষ্ণবের মর্ম্ম, নিতে আলি সন্ন্যাস ধর্ম্ম, বৈষ্ণবের ধর্ম্ম কিসে হবে রক্ষে ॥ তুই নিজে ইতর অতি ভ্রান্ত; জানিসনা বৈষ্ণব তন্ত্র, গ্রন্থ কভ দেখিস

নাক চক্ষে। পশু জাতি ছিলে বুদ্ধি, কিসে হবে সাধন সিদ্ধি, করিস গোদ্দি পর স্ত্রী দেখে॥ তুই নিজে পশু পাষণ্ড; উড়ে দেখিস ব্রহ্মাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ড তোর গাছে গাছে। কুকুরে খেলে গঙ্গাজল; তাতে কিবা হবে ফল, নির্ম্মল ভক্তি তাঁতে কিবা আছে॥ বানরে হৈলে তীর্থ ব্যসী; তার কি প্রাপ্ত হবে কাশী পক্ষর মোক্ষ কোন শাস্ত্রে আছে॥ তুই পশু জেতে ছিলে, বিধি স্থল দিয়াছেন বিলে, যেমন পাত্র যোগ্য স্থল কাছে, ঈশ্বরচন্দ্র বলে ছিলে, গঙ্গাতীরে শূকর মলে, মোক্ষ নাহি হয় কদাচন। তুই পশু জেতে ছিলে; ভাগ্যে পড়ে বিলে স্থলে, কুকুর হয়ে ঠাকুর দরশন॥

গীত রাগিণী বিভাষ। তাল একতালা।

তুই রে অত্যান্ত নিতান্ত হলি যে পাষণ্ড।
ভজন সাধন তোর সকলি হইবে পণ্ড॥
তোর রে পাষণ্ড মন, কিসে হবে পাষণ্ড
দলন, পাষণ্ড রূপে করিস কাল জাপন,
হরি নামে নাইক রুচি; কিসে হবে সাধন
শুচি, অরুচিতে থাবিরে তুই সুধাখণ্ড॥

ছড়া। হংস বোলে করিস দর্প, জ্ঞান নাই তোর বুদ্ধি অল্প, গল্প করিস পোঁদ ভরা। আপনি হইতে উচ্চ, পরকে ভাবিস তুচ্ছ, এই কি তোর হংসের বংশের ধারা॥ বুঝিসনা জীবের মর্ম্ম, বোধ নাই তোর ধর্ম্মাধর্ম্ম, পূর্ণব্রহ্ম জীবে অনুকূল। কিট পশু পক্ষ বংশ, সকলি তাঁহার অংশ, ছোট বড়

সব সমতল। আপনি হইতে ধন্য, পরের না কর মান্য; জ্ঞান গন্য বুঝিলাম তোমার। আপ্ত ছিদ্র রাখ ঢেকে; পর ছিদ্র সদাই মুখে, আপ্ত ধন্য পশুর ব্যবহার ॥ উচ্চারণে রাজ মান্য; তাইতে কি তুই হবি ধন্য, রাজ চিহ্ন কিবা তোতে আছে। মার্গ দেশে পুচ্ছ রেখা; পৃষ্ঠোপরে ধরিস পাখা, শুনরে বোকা থাক্তে পাখা উড়িতে নারিস গাছে ॥ রাজ মান্য তোর বড়, ভক্ষ করিস খুদ কুড়, শুনরে ভেড় কেবা রাজা বলে তোকে। যদি সপের মাথায় বৈসে জোনিক, তাইতে কি সে হবে মাণিক, মাণিক বিনে মাণিকপির কেবা বলে লোকে ॥ ঈশ্বর পদ ঈশ্বর ভাবি বিরচিল কাব্য কবি, সেবি পদ বৈষ্ণব গোসাঞি। যেই বলে গৌর বুলী, তার লয়ে পদ ধূলী, সদাই বলি বলিহারি যাই ॥

গীত রাগিণী বিভাষ। তাল এক তালা।

রাজ রাজেশ্বর বোলে তোরে কেবা বলে।
ওরে হংস আমায় নিন্দে করিস পশু বোলে।
নাম তোর রাজ হংস, উচ্চারণে রাজ অংশ;
তাইতে কি তুই হবি রাজ বংশ, মিছে বেটা
করিস ছলা, হাতপাচ্ছয় লম্বা গলা; পেকোর
পেকোর করে ভেষে বেড়াস জলে ॥

চিলের প্রতি হংসের প্রত্যুত্তর।

ছড়া। আমা হৈতে বুঝিস মর্ম্ম, পর জীবকে ভাবিস ব্রহ্ম, গম্য ভাবে তোর কর্ম্ম। হতে চাস ব্রহ্মচারী; হরণ করে পর নারী, এই কি তোর ব্রহ্ম-

চারির ধর্ম্ম।। তুই নিজে নাকি জেতে চিলেঃ তাইতে তোর বুদ্ধি ঢিলে, থাসিক বিলে, জলের পোকা ভক্ষ । পেটের জ্বালায় পরিবি কৌপ্নি, চেঁটের জ্বালায় করিবি ঢেম্নি, ধুমড়ী মারা বৈষ্ণবদের কিসে হবে মোক্ষ ।। মন্ত্র পাইয়ে ভগাঙ্গ, মুখে বলিবি গৌরাঙ্গ, সাধু সঙ্গ সেটা কথার কথা। তোর অন্তরে-তে যে গৌরাঙ্গ; জানিতেছেন তা শ্রীগৌরাঙ্গ, করিবি বোলে রাঁড় সঙ্গ, এই রঙ্গে করে রঙ্গ, মুড়াইলি মাথা সাধু রস সাধু সঙ্গে, না ডুবিলি সে তরঙ্গে, গৌর-ঙ্গের দায় দিলে কি হবে । মুখে করিবি সিংহের ধ্বনি, হরণ করিবি শৃগালিনী, ঢেম্নির রসে বসে দিন যাবে ।। শিক্ষে লয়ে মাতঙ্গের; কর্ম্ম করিব পতঙ্গের ভব ভঙ্গের আতঙ্গের, কিবা দলিল তোর । কৃষ্ণ তন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র, সকলি হইলি ভ্রান্ত; সে পথ পথান্ত, একান্ত রাঁড় তন্ত্র, লয়ে হবি ভোর ।। তুই যে আশা করিস পক্ষ, তোর ভাগ্যে কি হবে মোক্ষ, মোক্ষ পথে আছে সব মসিল। স্থানে২ আছে থানা, সাধু বিনে যেতে মানা; সে পথের পথি হলে দাখিল কর্ত্তে হয় দলিল ।। শমন নামে জমাদার, দালনে দখল তার, অনিবার আছে সব পাহারা । রাঁড় তন্ত্রে কাটারি কাল, তোর সকল দলিল হবে জাল মোক্ষ পথ তোর হবে কাল, জাল দলিলে গমন করিলে থানায় পড়িবি ধরা ।। যেমন নূনে ভণ্ড মহাজন, মুখে বলে কোম্পানির ধন, অনুক্ষণ আমি বিক্রয় করি। যদি ধরে আদলদার, বলে বেটা ছাড়২, আমি

হাথি কোম্পানির ছাড়, দোকানদার হয়ে তোরে কি ভয় করি ॥ আদলদার বলে বেটা, একি তোর বুকের পাটা, করে বসেছিস জাল পাটা, ভণ্ড বেটা ভণ্ডেতে প্রবীণ। মরি এই মনঃ দুঃখে, মাননা কোম্পানির সিক্কে, চক্ষে কভু দেখনা আইন ॥ বোলে তারে মারে ধাক্কা, মানের দফা করে অক্কা; খাওয়ায় কত জুতর ছক্কা, তবু সে কি রাখে তর্কা, দিয়ে কত পোঁঙ্গায় কোঁৎকা, ধরে যেন এড়ে হোঁকা, দাখিল করে যথায় কোম্পানি। তেম্নি তুই নিবি ভেক, ভেক নিয়ে তুই হবি ভেক, ভেক তন্ত্রের অভিষেক; না জানিলে হবি ভেক; কোন দিন এসে অনায়াসে গ্রাস করিবে ফণী ॥ লয়ে কালফণী কালের সিকা, রাখিবেনা সে কার তোক্কা, দিয়ে তোরে জুতর ছক্কা; লয়ে যাবে যেন এড়ে হোঁকা; ভাঙ্গিবে তোমার যাঁক ॥ ঈশ্বর চন্দ্র বলে চিল, কেন হারাবি কুলশীল, বিলের চিল বিলে গিয়ে থাক ॥

গীত রাগিণী খাম্বাজ। তাল খেমটা।

যা যা২ চিলে বেটা বিলে থাগে্য বিলের চিল।
পেটের জ্বালায় কৌপিন পরে হারারি তুই কুলশীল ॥ শূকরের ভক্ষ সুধাখণ্ড, বানরের শিরে ছত্র দণ্ড, শুনে হাসি পায় রাধাচক্র গাধায় ধরে ভেকে ভক্ষে সুশলিল ॥

হংসের প্রতি চিলের প্রত্যুত্তর।

ছড়া। তুই ঢেম্নির জানিস মর্ম্ম, ঢেম্নিতে হয় অনেক ধর্ম্ম, তার মর্ম্ম কব তোর কাছে। বশিষ্ঠ

জগৎ পূজ্যো, চণ্ডালিনী যার ভার্য্যা, যার বীর্য্যে শক্তি যে জন্মেছে॥ শক্তি পুত্র পরাসর, ব্যাপ্ত আছে চরাচর, মৎস্য গন্ধাকে ঢেম্নি করে ছিল। তার পুত্র ব্যাসমুনি, ভাদ্রবৌকে কল্যে ঢেম্নি; যার বীর্য্যে পাণ্ডু বংশ হলো॥ হয়ে তারা রাঁড়ের স্বামী, অনায়াসে স্বর্গ গামী; রাড়ের স্বামী হলে এত কর্ম্ম। তুই মূর্খ জানিসনা শাস্ত্র; কথা বলিস অযথার্থ, পরমার্থ একত্র হইলে হয় পরমার্থের ধর্ম্ম॥ একাকি ভজন সাধ্য, যুগল বিনে নহে সিদ্ধ; বিরুদ্ধ তাতে কিবা আছে॥ বৈষ্ণবের সেবাদাসী; উদাসিনের তীর্থ বাসী, গৃহ বাসীর সেবাদাসী, বলি তোমার কাছে॥ হব আমি গৃহ বাসী, তাইতে খুঁজি সেবাদাসী, তব বাসেতে আসি, যাচিঙ্গে করি তব স্থানে। হরণ করিনে ভাই, যাচিঙ্গেতে যদি পাই, তাই এসেছি তব ভবনে॥ তব গৃহে দুষ্ট রাঁড়, আছে যেন সিং ভাঙ্গা শাড়, ধাঁড় হয়ে বেড়ায় যেন বাথানিয়া গাই। মিছে কাযে দিন গেল, করে দেও কণ্ঠী বদল, বাঁজায়ে খোল নিতাই গুণ গাই॥ ঈশ্বর পদ ঈশ্বর ভাবি, বিরচিল কাব্য কবি; সেবি পদ বৈষ্ণব গোসাঞি। যেই বলে গৌর বুলী; তার লয়ে পদ ধূলী; সদাই বলি বলিহারি যাই॥

গীত রাগিণী খাম্বাজ। তাল খেমটা।

ঢেম্নি২ করিস কিরে ঢেম্নি ছাড়া কে আছে।
ঢেম্নি করে মুনি ঋষি স্বর্গ বাসি হয়েছে॥
ঢেম্নিতে আছে ফলোদয়, ঢেম্নি কর্ত্তে জানল্যে

হয়, মদ খেলে কি তারে বলে মাতাল, চল্যে
পরে মাতাল বলে তান্ত্রিকেতে লিখেছে॥

চিলের প্রতি হংসের প্রত্যুত্তর।

ছড়া। ব্যাস মুনি করেছে যেম্নি, তুই বেটা কি হবি তেম্নি, এম্নি কথা বলিস উদগেড়ে। জাণিক হয়ে মাণিকের তুল্য, ভেড়ায় ধরে ঘোড়ার মূল্য, সিংহের দুগ্ধ দুইয়ে আলি ভাঁড়ে॥ ভাঁড় লয়ে তুই হবি ভাঁড়, যেমন ছিল গোপাল ভাঁড়; ভাঁড় তন্ত্রে তার শিক্ষে। তেম্নি লয়ে তুম্ব ভাঁড়; সঙ্গে করে দুম্বরাঁড়, পাড়ায়২ করে বেড়াবি ভিক্ষে॥ জলের পোকা করে ভক্ষে, পেট ভরেনা করিবি ভিক্ষে; এই শিক্ষে মনেং করে। মাথা মুড়ায়ে নিবি ভাঁড়, তাইতে খুজিস দুম্ব রাঁড়; দুম্ব রাঁড়ের চুম্ব খাবি হাতে তুম্ব ধরে॥ কলিতে হরিনাম ধন্য, তার কি আছে সাধন চিহ্ন, সাধন ভিন্ন সাধু কেবা কয়। হরিনামে নাইক রুচি, ভেক লয়ে তুই হবি শুচি, অরুচিতে অন্ন খেলে জীর্ণ নাইক হয়॥ অন্তরে তোর নাইক ক্ষুধা, কিসে রুচি হবে সুধা, ক্ষুধা ভিন্ন সুধা রুচি কভু নাইক হয়। তাইতে তোরে বলি বোকা, জানিস নাক লেখা জোখা, ভেক নিলেই কি সাধু তারে কয়॥ তোর ক্ষুধা নাইক শুধা নিস, অন্তরে তোর হবে বিষ, ক্ষুধা বিনে শুধা খেলে বিষ সমতুল যেমন সাপুড়ের সর্প ধরা, বনের কাল হরণ করা; পেটের জ্বালায় মজাইতে কুল॥ সাপুড্যা করে

বেড়ায় দর্প, আমি ধরি কাল সর্প; যে সর্প দেখিলে লোকে করে ভয়। হেন সর্প ধরি আমি, আমার তুল্য মহা জ্ঞানী, হয়না হবেনা মহাশয়॥ কিন্তু মিছে সাপুড়ের বিদ্যা সেখা, সাপুড়ের তুল্য নাইক বোকা, বনের কাল ঘরে ডেকে আনে। মিছে সাপুড়ের দর্প; পেটের জ্বালায় ধরে সর্প, সর্প ধরা সাপুড়েকে কেবা মহাশয় বোলে মানে॥ তেমি বুদ্ধি কি পেলে তোভেঃহবি বোলে বার জেতে, এইকথাটা মনে গেঁথে; মেগে খেতে মজাইবি কুল। মিষ্ট হীন হৈলে মধু; কেবা তারে বলে মধু, অসাধক হৈলে সাধু, হয় চণ্ডাল সম তুল॥ দেহের খবর রাখিসনা ভেড়ে; ভেক নিতে আলি উদগেঁড়ে; ছয়জন দেঁড়ে সদাই টানে দাঁড়। মনঃ মাজি তোর নাইক বসে; সাধন সিদ্ধি হবে কিসে, মিছে২ বয়ে মরিবি তুম্ব ভাঁড়॥ তোর মনের নাইক নিষ্ঠ, পেটের জ্বালায় খাবি উচ্ছিষ্ট, অপষ্ট ভজনে কষ্ট পাবি তার। শুনরে বোকা অবোধ চিল; কেন হারাবি কুলশীল, তুই পশু বিলের চিল, তোরে সাজে কি বৈষ্ণব আচার মিছে পোঙ্গায় নিবি কৌপিনি, চেঁটের জ্বালায় করিবি ঢেমি; এম্নি আজ্ঞা গৌরাঙ্গ যদি দিত। পোরে থাকে অনেকে কৌপিনি, অনেক লোকে রাখে ঢেমি, এম্নি করে সব জীব তোরে যেত॥ হংস ধ্বজের পুত্র সুধন, ধন্য২ তারে ধন্য; ত্রিভুবনে যার মান্য, বৈষ্ণব যারে করিলেন শ্রীহরি। ছলা করি ভগবান; সুধনেরে মারিলেন বাণ, যাঁর মুণ্ড পলো-

দেশে ধরিলেন ত্রিপুরারি॥ সে ভেক নিয়ে পরে- না কৌপি, চক্ষেতে দেখেনা চেম্নি, তারে এম্নি কৃপা করিলেন চক্রপাণি। তবে কেমন করে ত্রিসংসারে বলে তারে বৈষ্ণবের চূড়ামণি॥ তার মনঃ মাঝে বসে ছিল এম্নি, মানসে পরেছিল কৌপিনি; চিন্তামণির চরণ চিন্তা মনে ছিল তার। ঈশ্বরচন্দ্র বলে চিল, মিছে হারারি কুলশীল, অসাধক বৈষ্ণব হইলে চণ্ডাল আচার॥

গীত রাগিণী খাম্বাজ। তাল খেমটা।

আজ্ঞা দেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ আগে সঙ্গ কর রাঁড়।
দুম্ব রাড়ের চুম্ব খেলে শুদ্ধ হবে তুম্ব ভাড়॥
প্রথম আজ্ঞা হরিবোল, ভোর যুবতীর লয়ে
কোল, মাগুর মৎস্যের ঝোল কর পান, গৌর
বোলে খোল্ বাজায়ে হুড়ে বেড়ায় হয়ে শাঁড়॥

চিলের প্রত্যুত্তর।

ছড়া। তুই শাস্ত্র জানিসনা বলিস এম্নি, কলি- কালে কি আছে তেম্নি, চেম্নি কল্যে কিবা দোষ তার। আজ্ঞা দেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ, আগে কর রাঁড় সঙ্গ, তবে হবে সাধু সঙ্গ, গৌরাঙ্গের প্রথম আজ্ঞা করেছি স্বীকার॥ যখন্ হরিদাস্ দেন হরিবোল; নিতে বলেছেন ভোর যুবতীর কোল; খেতে মাগুর মৎস্যের ঝোল; হরিনামের প্রথম এই শিক্ষে। সেই লোভে হয়ে শুচি, জীবের ঘুচেছে অরুচি; হরিনামে হয়েছে রুচি, হরিনাম এবার লব দিক্ষে দেখে দুম্ব রাঁড়ের খাড়া চুঁচি; জীবের যাবে অরুচি;

হরি নামে রুচি হইবে হরিষে। যেমন রোগির রুচি মৎস্য পোড়া, হাকিমের রুচি হুকুমে থাড়া হস্তির রুচি দুগ্ধ ভেঁড়া; ভিক্ষের রুচি তুষ ভাঁড়; গোষ্ঠের রুচি দুগ্ধ শাড়, ভেকের রুচি দুগ্ধ রাড়; ভণ্ডের রুচি গোপাল ভাঁড়, দুগ্ধ রাড বিনে তুষ ভাঁড় শুদ্ধ হবে কিসে॥. মিছে হংস কোরনা গোল; করে দেও কণ্ঠী বদল, বাজায়ে খোল গৌর গুণ, গাই। মিছে কাযে গেল দিন, পর ভাই ডোর কৌপিন, চল সভে তীর্থ বাসে যাই॥ চিলের শুনে প্রত্যুত্তর, নিঃ জবাবি হংসবর, একত্তর ভেকাশ্রিত হৈল। পূর্ণ কর অভিলাষ, চলে সভে তীর্থ বাস, দাস ঈশ্বরচন্দ্র বিরচিল॥

গীত রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যেমান।
শ্রীগৌরাঙ্গ হে আমার এই রসনা। দিবে নিশি রাখে যেন তব নামে বাসনা॥ ব্রজ লীলা করে সাঙ্গ, নদেয় হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ ত্রিভঙ্গ গৌরাঙ্গ হলে নাশিতে জীবের জাতনা। ঈশ্বরচন্দ্র দাসে বলে, দিও চরণ অন্তকালে, কাঙ্গাল বোলে গৌরাঙ্গ হে কোরনা প্রতারণা॥

রাজ হংস ও আতায়ী পক্ষের উপাক্ষণ সমাপ্ত।

কলির মাহাত্ম্য।

শুনরে কলির লোক, কার কর মায়া শোক; মায়া ধরের না বুঝিলে মর্ম্ম। মিছে কর উপার্জ্জন, না চিনিলে সাধুজন, কিসে রক্ষে হবে গৃহ ধর্ম্ম॥ কলির জীব হয়েছেন ভ্রষ্টা, অধর্ম্মেতে সদা চেষ্টা; হলেন না ধর্ম্ম পথের পন্থী। বিষয় মদে সদা মত্ত, ভাবিলেনা পরমার্থ, কালান্তে কি হইবে গতি॥ পর হিংসা পরবাদ; ঘটায় কিবল বিবাদ, সর্ব্বদা করেন চাতুরী। পর অম্নে করে হিংসে, মত্ত সদা মদ মাংসে হরণ করে পরের চাকরী॥ কলির জীব হয়েছেন ভারি, মানেনাক ব্রহ্ম হরি; হরিনাম ন্যায়না কর্ণ্ণ পারে। যদি কোন সাধুজন, করে হরি সংকীর্ত্তন; বলে বেটা ভাটের মত মিছে বকে মরে॥ চল২ চলে চল হরি নামে কি হবে বল, হরিনাম বৈরাগিদের পক্ষে আমরা হলেম গৃহিজন; হরিনামে কি প্রয়োজন, আমরা তো কর্ত্তে জাবুনা ভিক্ষে॥ যদি কোন জ্ঞান বান, নিত্য করে গঙ্গাস্নান; তারে কেহ ভালতো বলে না। বলে প্রত্যাবধি প্রাতঃকালে; স্নান কর্ত্তে যায় গঙ্গাজলে, কোন দিন মরিবে বেটা গায়ে ধরে ননা॥ দারুণ ননা গঙ্গাজল, তাতে নাইলে কি হবে ফল, এই রূপে তারে করয়ে নিন্দন। যদি কোন মহা জ্ঞানী, পূজা করে শূলপাণি; শিবলিঙ্গ করিয়ে গঠন॥ এম্নি তারে ইঙ্গিত করে সোজা, কেন করে পুতুলের পূজা, পুতুল পূজে প্রতুল কিবা হবে। তপ জপ কর মিছে, কলিতে কি সাধন আছে;

মৃত্যুকালে মত্তে আনন্দ্যেই পাবে ॥

গীত রাগিনী খাম্বাজ। তাল খেমটা।

তপজপ কর কি ভাই কলিতে কি সাধন আছে
ভণ্ড বেটারা এক কাণ্ড করে পূজা করে মিছে
মিছে ॥ কার গায় নামাবলি, কেহ ডাকে
গৌর বলি, কেহ বলে বলিহারি যাই; কোন
বেটা ভস্ম মেখে গঙ্গাতীরে পড়ে আছে ॥

ছড়া। অতিথ গেলে গৃহস্তের বাড়ী, লতা
করে ধরে হাঁড়ি, বলে আমার হাত আছে
যোড়া। ছেলে পুলে নাইক ঘরে, কেবা ভিক্ষে
দেয় তোমারে; ফিরে বাছা দেখ অন্য পাড়া ॥ অতিথ
কি আর করে বল, কাযে-কাযেই ফিরে হলো
মনে২ দুঃখিত হয়ে অতি। থাক্তে চাল দিলেন
ফাঁকি, চায়্যা দেখে দিয়ে ভকি, অতিথ করে অন্য গৃহে
গতি ॥ হাসি২ মনকে বুঝায়, খুব ফাকি দিয়েছি
বেটায়, এম্নি করে কাটাতে পার্ল্যেই হলো। কেন দিব
এক মুঠ, বেটা কি হয়েছে ঠুট, খেটে খেতে নিষেধ
কে করেছে বল ॥ মরি বেটার দেখে ষণ্ডব, থাক্তে
গতর হয়েছে বৈষ্ণব; খেটে খেতে কি গতর নাই।
এমন লয় যে বৃদ্ধ হোস; বেটা যেন কালমোস্, ভিক্ষে
র ছলে বেড়ায় সকল ঠাঁই ॥ কপালে তিলকের চড়া,
হাঁড়ি কাট করেছে খাড়া; গলায় মালা এক ঝুড়ি।
অঙ্গেতে কাটিলেন ছাপা, হলেন যেন সাধুর বাবা,
ভিক্ষার্থে যান বাড়ী২ ॥ ভিক্ষায় যান গৃহস্তের বাড়ী
যদি দেখে শূন্য বাড়ী, আড়িপেতে দাণ্ডায় বাড়ি

ধরে। যদি কিছু থাকে ফাঁকে, টুয়েং লোক দেখে, টেনে বেটা ঝুলির ভিতর ভরে ॥ যেমন চালের দফা য় পায় ফাকি; ফাঁকির শোধে দিয়ে ফাঁকি; ফাঁকি দিলে ফাঁকি পেতে হয়। হাত যোড়া বলে থাকি ঘরে বাইরে বেটা সাইত করে; কলির বৈষ্ণব বেটাদের নাহয় প্রত্যয় ॥

গীত রাগিনী ভৈরবী। তাল আড়খেমটা।

বাবাজী দেখ অন্য পাড়া, আমার হাত যোড়া নারি যেতে। ছোট বধূর হয়েছে ঋতু; বড় বধূ স্বপ্নদোষে বিছানায় ফেলেছে মুতে ॥ বড় ছেলে দোষজ্বরে জোরে, পড়ে আছে বিছানা ধরে, ক-ত্তাটি কোরণ্ড ভরে উঠিতে নারে, ছোট ছেলে নাই গৃহেতে কে যায় তোমায় ভিক্ষা দিতে ॥

ছড়া। কলিতে ইতর যারা, বনেদি হইল তারা, ভদ্রের ভদ্রতা হলো দূর। দেবের হলো অপমান, ভূতের বাড়িল মান; সিংহাসন পাইল কুকুর ॥ অতি উঞ্ছ দুঃখির ঘরে; অন্ন হতোনা দিনান্তরে; ক্ষুধানলে দহিত যে প্রাণ। তার ছেলে তস্য পরে; ইংরাজী কেতাব কক্ষে ধরে, ইংরাজী পড়ে হলেন ইংলিষ ম্যান ॥ বলে কাট কাটি; ইট কাটি, কিম্বা ইংরাজের ধরি ছাতি, তবুত পূরাব মনরথ। রোজগার করিব ভারী; বাড়িবে বিষম ভারী; ইট গাড়ি বানাব ইমা-রত ॥ পুরুষে হইব ধন্য; বাড়িবে আমার মান্য, তবে আর কেবা আমায় পায়। প্রকাশিক বাহাদুরি; আনিব কাষ্ঠ বাহাদুরি; আনিতে চুন পাঠাব বেলে-

ঘাটায়।। হবে আমার কোটা বাড়ী, মানেতে হইব ধাড়ী; আটিমাপা আমার মান্যমান। লোকের পানে না ফিরে চাব, ডাকিলে না কথা কব, দুঃখি বেটারা কি আমার সমান।। পরিব তসরের ধুতী পায়ে দিব জরির জুতি, কুর্তি গায় ফুর্তি দে বেড়াব। ওবেটারা বিষম দুঃখী; বসে থাকে যেন পক্ষি, দুঃখী বেটাদের সঙ্গে অক্কি না করিব।। মনে২ করে দর্প; পথে ঘাটে করে গর্প; আমার মত ভাগ্যবন্ত আছে কেটা। দিব্য দিব্য পোসাক করে; চলেন বাবু কোঁচা ধরে, যেমন নবাব খাঞ্জাখাঁঞের বেটা।। মনে২ করে আক্রোশে; মানুষ কেটা আছে দেশে; সকল বেটা হয়ে পড়েছে দুঃখী। কথা কব কারকাছে আমারতুল্য কেবা আছে, দুঃখী বেটাদের সঙ্গে করি নাক অক্কি।। কোন বাবু খান তালের তাড়ি, কোন বাবু যান রাঁড়ের বাড়ী; তাড়িমদে মেতে কবলান বাবু। ছাড়িলে তাড়ির নেশা, বাবু হন ভদ্র চাষা, চাষায় হন বাবু নেশায় হলে কাবু।। এইরূপে কলির ভদ্র, অন্যকে ভাবে অভদ্র, আপনি ভদ্র হতে চায়। করেনা পরের মান্য; আপনি হইতে ধন্য, সর্ব্বদা থাকে এই চেষ্টায়।। মনেতে ভাবেন। বাবু; কোন দিন হৈবে কাবু, সমনবাবু কবে লয়ে যাবে এত সাধের কোটা বাড়ী, সকলি থাকিবে পড়ি, হরির ধন হরিতে লইবে।। ঈশ্বরচন্দ্র বলে বাবু, কোন দিন হৈবে কাবু, হরুবাবুর নাম কর সার। যমহৌসে হরুবাবু, তাঁর হুকুমে সকল কাবু; বিল সৈ করেন

যম ভুঙ্গমে যাহার॥ যে করাতে উপার্জ্জন, কল্যে নানা রত্ন ধন, এম্নি করাত আছে যমের হৌসে। দূত মিস্ত্রি আছে বরাত, যমহৌসে চালায় করাত, সেই করাত কে ভয় রেখ হে মানসে ॥

গীত রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যেমান।

দিনবন্ধু দিন গেল দিন হিনে কর করুণা। দিনের দিনে তনু তরির অবশ হলো রসনা ॥ হরিতে জী-বের আতঙ্ক, নদেয় হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ, দয়া কর হে গৌরাঙ্গ ঘুচাও ভব জাতনা ॥

কলির মহান্তের রহাস্য।

ছড়া। কত২ মহান্ত দেড়ে, থাক্ত গঙ্গাতীরে পাড়ে, ভুঁড়ে বেটারা গাঁঠাজন। গলেতে মহর গাথা কোন বেটার পোঁদে কাঁথা, গায়ে ভস্ম তপে আহরণ গাঁঞ্জায় লাগাত দম; মুখে বল্ বম্২, কম গাঁঞ্জায় দিন নাহি যেত। দাল রুটি ঘি থিচড়ি, খেত বেটারা কাড়ি২, এত কাঁড়ি কোথা হৈতে পেত ॥ সাহেব শুভ করে শুভে, কয়েদ করিল সভে, সেই ভয়ে মহান্ত পলাইল। কত মহান্ত ফেলে দাড়ি, উত্তর পানে দিলেন পাড়ি, দাড়িফেলা এক রব রটে গেল ॥ মহান্ত নাই গঙ্গাতীরে, গেল

কোন তীর্থান্তরে; এম্নি ইংরাজের হল আড়ি। পলাইল লাগা দেড়ে, সেই সাটেতে পড়ে, কত বাউল বাবাজীর কাটা গেল দাড়ি ॥ কি কব ইংরাজের মান্য, কলিতে ইংরাজ ধন্য, পুণ্যবান ইংরাজ কলিতে। গঙ্গাতীরে বসায়ে কল, সহরে তুলিল জল, যেন গঙ্গা আনিল ভগীরথে॥ সাহেব সহরের সাহা; জলেতে ভাসাইল লোহা; কলে চিনি মিছরি বানাইল। আগুণে জাহাজ চলে, মানুষ উড়িল কলে, কলে বলে রাজত্ব করিল ॥ ইংরাজের মান্য কি কব বল, কলে কত দ্রব্য হলো; খাদ্য দ্রব্য বসন ভূষণ। রাত্র দিন কবজ করি, কলেতে বানাইল ঘড়ি, কলে কবজ করেছে ত্রিভূবন ॥ বাঙ্গালির দিয়ে নাকে দড়ী, রেখেছে নাকাল করি; গাড়ী টানা যেমন বলদ। কত শত বাবু ভেয়ে, ঘরের টাকা ইংরাজকে দিয়ে, চাকর হয়ে হলেন সভাসদ ॥ যে যেমন যোগ্য করি; দিয়ে রেখেছেন চাকরী, হাজিরি ঘণ্টা টাঙ্গাইল শূন্যে। প্রভাতে পড়িল ঘড়ি; ঘণ্টায় নাগালেন বাড়ি, দৌড়া দৌড়ি আসি হাজিরে হাজির হয়ে হলেন গন্যে ॥ হুজুরে হাজিরে কল, ঘণ্টাতে ডাকায় সকল; কলে বলে ইংরাজ হলো ধন্য। সে সকলে হয়ে দিক; রাস্তায় চালালেন সিক; বিলাতের খবর আনিবার জন্য ॥ ইংরাজের বাহাদুরি; বর্ণিতে নাহিক পারি; দেখিলাম নয়ন ভরি, আর কিবা হয়। ইংরাজ কলের

ধাড়ী, কলেতে বানালেন গাড়ি, কলে বলে ইংরাজের জয় জয় ॥

কলির রহস্য।

গীত রাগিণী বিভাষ। তাল একতালা।

মরি২ খেদে মরি দেখে এই কলির খেলা।
কলিকালে করে চণ্ডীপাঠ চণ্ডালের বালা ॥
একি হলো কলি ঘোর, মুটের গায় নেটের চাদর, জোলা মাথে দাড়িতে আতর, ধোবার মাথায় সোণার টোপর, তিয়রে পরিছে তসর ঢুলী বাঁধে ঢোলের গায় শাল দোশালা ॥

ছড়া। বাবু সভে এক ভাবে কর হ শ্রবণ। কলির বর্ণিমে কিছু শুন দিয়ে মন ॥ অসম্ভব্য মহাকাব্য কলি কালে হলো। রাখালে পেলে ছত্র দণ্ড মানির মান্য গেল ॥ ব্রাহ্মণ হলেন ব্রহ্ম ত্যাগী জোলা হলেন কাজি। চাষার ছেলে হলো পণ্ডিত পড়ে ছাপার পাঁজি ॥ ধন্য২ কলিতে ইংরাজ বাহাদুর। এরা ছাপাতে বানলেন পাঁজি শুন্তে কি মধুর ॥ যত মুটে মজুর হলো পণ্ডিত ছাপার পাঁজি কিনে ॥ কুমরের ছেলে পাঁজি বলে খেদে মরি শুনে ॥ যেমন ছুচর মাথায় সোণার টোপর কাজি হলো জোলা। চাষার ছেলে পাজি পড়ে ব্রাহ্মণে চোষে কলা ॥ ধন্য২ কলি ধন্য, কত করেছিলে পুণ্য, কি কব তব মান্য; তুমি ধন্য ধরায় অবতার। বানরের মাথায় জ্বলে মণি, মণি ত্যাগী হয়েছেন ফণি,

কোটালের সঙ্গে ভ্রষ্টারাণী; রাঁণ্ডির ছেলের নাম চিন্তামণি, কাকে করে হরিধ্বনি, পেঁচায় ধরে তাল রাগিণী; ছুঁচর নেজ ফুলানি; হাট ঝেটুনীর নাম পদ্মমণি, বেশ্যার ছেলে ব্রহ্মজ্ঞানী, কোটালের পুত্র পেলেন রাজ্যভার ॥ ঈশ্বরচন্দ্র বলে কলি তুমি বাহাদুর। ঠাকুর গেলেন কচুবনে সিংহাসনে বসিল কুকুর ॥

কলির রহাস্য সমাপ্ত।

পাঁচালি সমাপ্ত।